NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি রবিবাসরীয়
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি চাবিকাঠি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্বেক আকাশ

২ ঐতিহ্যের আবহে প্রতিমার নিরঞ্জন, বেলুড় মঠে বিজয়ার শেষ আচার

৩০৪ বছরের প্রাচীন বলুহাটির পুজোর অদ্ভুত রীতি! ২

কলকাতা ৪ অক্টোবর ২০২৫ ১৭ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.10.2025, Vol.19, Issue No. 112, 8 Pages, Price 3.00

বাজে কদমতলা ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

ডিভিসির জলছাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র ক্ষোভ

‘বাংলাকে বিসর্জন দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়খণ্ডের উচ্চ অববাহিকায় প্রবল বৃষ্টির জেরে ডিভিসি মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে বিপুল জল ছেড়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে দুটি বাঁধ মিলিয়ে মোট ৬৫ হাজার কিউসেক জল দামোদরে ছাড়া হচ্ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যার আপডেট অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, ডিভিসি একতরফাভাবে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মাইথন ও পাঞ্চেত-সহ বিভিন্ন বাঁধ থেকে একলাফে এক লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেকেরও বেশি জল ছেড়েছে। তাঁর অভিযোগ, উৎসবের সময় বাংলায় প্লাবন ঘটানোর এই পদক্ষেপ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে লজ্জাজনক ও অসহনীয় বলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে যে, ওড়িশার উপর তৈরি গভীর নিম্নচাপ আগামী এক সপ্তাহ রাজ্য জুড়ে প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাব ফেলবে। এর সঙ্গে ডিভিসির জলছাড়া মিলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তরবঙ্গেও প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্ন থেকে রাজ্যের সব জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা, নদীগুলির জলস্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পাঠানো এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত রাজ্য সরকারকে জানানো; এই সব নির্দেশ দেন। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলার নদীগুলির ওপর নজরদারি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার ডিভিসির আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি উৎসবের মধ্যে কেন রাজ্যকে আগাম না জানিয়ে এত বিপুল জল ছাড়া হল তা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং ডিভিসির তৈরি কৃত্রিম দুর্যোগ, যা রাজ্য কোনওভাবেই মেনে নেবে না।

জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী এলাকা ও নিম্নাঞ্চলে সতর্কতা জারি করেছে। বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে এবং আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরকেও জলবাহিত রোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তা নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের বৃষ্টিপাত ও ডিভিসির জলছাড়া নিয়ন্ত্রণের ওপর। তবে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট; আগাম বার্তা না দিয়ে বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

শতবর্ষে আরএসএস

ভারতীয় মুদ্রায় স্থান পেলেন ভারতমাতা ও স্বয়ংসেবকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে বুধবার নয়া ডাক টিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা দেশসেবায় আরএসএসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে এই সংগঠনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, আরএসএস-এর গৌরবময় ১০০ বছর ত্যাগ, নিঃস্বার্থ সেবা, দেশ গঠন এবং শৃঙ্খলার এক অসাধারণ উদাহরণ। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও আরএসএস শীর্ষকর্তাদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৬৩ সালে, আরএসএসের স্বেচ্ছাসেবকরাও ২৬শে জানুয়ারী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা দেশপ্রেম বুকে নিয়ে সগর্বে ও সম্মানের সঙ্গে পদযাত্রা করেছিলেন। সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা, যারা দেশসেবা এবং সমাজের উন্নতিতে নিরন্তর নিয়োজিত, তারই প্রতিফলন দেখা যাবে এই ডাকটিকিটে। এই স্মারক মুদ্রা এবং ডাকটিকিটগুলির জন্য আমি দেশবাসীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০০ বছর আগে এই দিন আরএসএস প্রতিষ্ঠা হওয়া কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং হাজার বছরের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ।

‘সুযোগ আসবে’, পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুঙ্কার সেনাপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তান যদি চায় মানচিত্রে থাকতে, তাহলে তাদের সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এমনই হুঁশিয়ারি সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদীর। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট জানালেন, অপারেশন সিঁদুরে শেষপর্যন্ত নয়াদিল্লি অব্যাহতি দিলেও পরবর্তী সময়ে আর তেমন কিছু হবে না। ভারতীয় সেনাকে তৈরি থাকার বার্তাও দিয়েছেন সেনাপ্রধান।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ভারত এবার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর এবার, অপারেশন সিঁদুর ১.০-এর সময় যে সংযম দেখিয়েছিলাম তা দেখাব না। এবার আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাব এবং এমনভাবে কাজ করব যা পাকিস্তানকে ভাবতে বাধ্য করবে যে তারা বিশ্ব মানচিত্রে থাকতে চায় কি না। সেই সঙ্গেই সেনার প্রতি তাঁর বার্তা, নিজেদের প্রস্তুত রাখুন। ঈশ্বর চাইলে, সুযোগ শিগগিরি আসবে।

অপারেশন সিঁদুরের পরও সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করেনি পাকিস্তান। সীমান্তে এখনও সমানতালে চলছে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী আগেই এমন দাবি করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, অপারেশন সিঁদুর ১০ মে শেষ হয়নি। ১০ মে-র পরও সবার অলক্ষে লড়াই চলেছে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের সঙ্গী সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি।

এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পিওকে-র নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। জানা গিয়েছে, পর্যন্ত ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয়েছে ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের মিনতিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি। তবে এরপরও সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করেনি পাকিস্তান।

এসআইআর আবহে বাংলায় দুই আধিকারিক নিয়োগ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ভোটের আগেই বাংলার জন্য নতুন দুই আধিকারিক নিয়োগ করল দেশের নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার বাংলার জন্য একটি অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও একটি যৌথ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নিযুক্ত করেছে কমিশন। কেউ কেউ বলছেন, এই নিয়োগের মাধ্যমে বাংলায় সম্ভাব্য নিবিড় সমীক্ষা নিয়েই আরও তৎপর হয়েছে কমিশন। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলার অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে ২০১১-এর ব্যাচের আইএএস অফিসার অরুণ প্রসাদকে নিযুক্ত করেছে কমিশন। অন্যদিকে, যৌথ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে হরিশঙ্কর পানিকরকে। তিনি ২০১৩-র ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইএএস অফিসার। বলে রাখা ভাল, এই দু’জনেই নির্বাচন কমিশনে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত যথাক্রমে আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির কার্যনির্বাহী কর্তা ও বাংলার অর্থ দফতরের বিশেষ সচিবের পদে কাজ করেছেন।

প্রতিমা বিসর্জনে গিয়ে তলিয়ে মৃত অন্তত ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল বিষাদে! দশমীর দিন উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে প্রতিমা বিসর্জনে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল মোট ১৬ জনের। মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় ১০ জন নাবালক-সহ ১৩জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন যুবকের। যোগীরাজ্যের ঘটনায় নিখোঁজ ৫জন।

মধ্যপ্রদেশে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনে সময় দু’টি পৃথক ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১০ জন নাবালক। উজ্জয়িনীর কাছে নোগোরিয়া এলাকায় ট্র্যাক্টর করে প্রতিমা বিসর্জনে নিয়ে যাওয়া হয়। চম্বল নদীর ধারে সেটি দাঁড় করানো ছিল। ১২ বছরের এক নাবালক ভুল করে গাড়িটি চালিয়ে দেয়। ট্র্যাক্টরটি রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। তলিয়ে যেতে থাকে সবাই। স্থানীয় বাসিন্দারা ১১ জনকে উদ্ধার করে। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১জনের মধ্যে জনের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন নিখোঁজ।

দুই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে দুই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে মৃতদের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা জানান। দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়ে দুর্ঘটনা। ট্র্যাক্টর-ট্রলি উল্টে গিয়ে সোজা পুকুরে পড়ল। তাতে চেপেই প্রতিমা নিরঞ্জনে এসেছিলেন বেশ কয়েক জন। তাঁদেরকে নিয়েই পুকুরে পড়ে সেটি। কয়েক জন এখনও নিখোঁজ। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু।

বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলার পান্ধনা এলাকায়। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ওই জেলারই দুই গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনে যান স্থানীয় এক পুকুরে। ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে চাপিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক গ্রামবাসীই প্রতিমার সঙ্গে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে বিসর্জনে যান। অন্তত ২০-২৫ জন ছিলেন ওই ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে। বিসর্জনের পথে একটি পুকুরে কালভার্টের উপর সেটি রাখেন চালক। আচমকাই ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি ভার বহন করতে না-পেরে পড়ে যায় পুকুরে। ঘটনা নজরে আসতে প্রথমে স্থানীয়েরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুকুরে নামানো হয় ডুবুরি।

অন্য দিকে, উজ্জয়িন জেলার ইঙ্গোরিয়া থানা এলাকাতেও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিমা বহনকারী ট্র্যাক্টর-ট্রলি চম্বল নদীতে উল্টে গিয়ে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত আরও কয়েক জন।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফুঁসছে পিওকে, পাক সেনার গুলিতে নিহত ৮

‘মৃত্যুমিছিলের’ দায় পাকিস্তানেরই: বিদেশ মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্রোহের আগুনে পুড়ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। প্রতিবাদীদের দমন করতে নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী। বুধবার পাক সেনার গুলিতে অন্তত ৮ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অতিরিক্ত ১০০০ সেনা মোতায়েন হতে চলেছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে, অধিকৃত কাশ্মীরে চলা ‘মৃত্যুমিছিলের’ দায় পাকিস্তানের সরকারের দিকেই ঠেলে দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক থেকেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি। অধিকৃত কাশ্মীরে প্রতিবাদীদের গুলি ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার ঘটনাকে ‘মানবাধিকার লঙ্ঘন’ বলে কটাক্ষ করল ভারত। এদিন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘অধিকৃত কাশ্মীরে চলা প্রতিবাদ, মিছিল সম্পর্কে আমরা অবগত। পাশাপাশি, সেখানে পাক বাহিনী কীভাবে সাধারণ মানুষের উপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে, সেটাও আমরা জানতে পেরেছি। এই সবটাই আসলে পাকিস্তানের দমনপীড়ন মূলক ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন। আর এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ও তাদেরই নিতে হবে।’

২০২৪ সালে ঠিক একইরকম আন্দোলনে ফুঁসে উঠেছিলেন অধিকৃত কাশ্মীরের জনতা। এক বছরের মাথায় ফের একই ঘটনায় চাপ বাড়ছে শাহবাজ সরকারের। পাক সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছে অধিকৃত কাশ্মীর।

অভিযোগ, গোটা অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও পানীয় জলের অভাব গুরুতর। বার বার দাবি জানানো হলেও সরকারের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। সরকারি কাজে অবহেলা, দুর্নীতি, ঘুষ মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সমগ্র অধিকৃত কাশ্মীর জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন নীলম ভ্যালি পাবলিক অ্যাকশন কমিটির মুখপাত্র শওকত নওয়াজ মির। তিনি বলেন, ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে। সরকার যদি এভাবে জনগণকে অবহেলা করে তবে তার প্রতিক্রিয়া তো আসবেই। অন্যদিকে, প্রশাসনের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে কোনওরকম ধর্মঘট বরদাস্ত করা হবে না।

মিরের ডাকে সাড়া দিয়ে সোমবার হাজার হাজার মানুষ ব্যানার হাতে নিয়ে পথে নামেন। পুরো অঞ্চল জুড়ে ‘শাটার ডাউন ও চাক্কা জ্যাম’ করা হয়। এই পরই সেই বিক্ষোভ দমন করতে মাঠে নামে পাক সেনা ও আইএসআই সমর্থিত মুসলিম কনফারেন্সের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। টানা তিনদিন ধরে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের আমজনতা। তাতেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুমিছিল।

পাকসেনা ও দুর্বৃত্তদের এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মির। তিনি বলেন, ‘সরকারের কাছে আমাদের দাবি ছিল, গত ৭০ বছর ধরে এখানকার জনগণকে তাঁদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। হয় আমাদের অধিকার ফেরাতে হবে, অন্যথায় জনগণের ক্রোধের মুখোমুখি হতে হবে।’

আন্দোলনকারীরা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। অবশেষে শুক্রবার বন্দুক নামিয়ে আলোচনার পথ বেছেছে পাক প্রশাসন। ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেওয়া জম্মু-কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে ৮ সদস্যের পাক প্রশাসনিক প্রতিনিধি কমিটি। আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান সূত্র খুঁজছে তাঁরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমরা শ্যামল পান্ডে, অমল পান্ডে ও নির্মল পান্ডে আমাদের জমির রেকর্ডে আমাদের মায়ের নাম হিরাময়ী পাড়ে আছে। ২/১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমাদের মা হিরন্ময়ী পান্ডে স্বামী জগবন্ধু পান্ডে ও হিরাময়ী পাড়ে স্বামী- জগবন্ধু পাড়ে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি জসীম উদ্দিন মন্ডল, পিতা- বারসাদ মন্ডল বালিয়া ডাঙ্গা পোষ্ট দিগনগর নদীয়া। মাধ্যমিক পাশ ও H.S. পাশ সার্টিফিকেটে পিতার নাম বাসু মন্ডল আছে। 18/6/25 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে বাসু মন্ডল থেকে বারসাদ মন্ডল হইল।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল , শ্রীমতী মৌসুমী রানী সাহা, স্বামী- শ্রী সিদ্ধেশ্বর সাহা, সাং- আজাদ হিন্দ সড়ক, বেলতলা বাজার, পো:-ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, মহাশয়া, বিগত ইং ১৫/০৫/২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে ১ নং বহির ভল্যুয়ম নং- ১৩০২/২০২৩, পেজ নং- ১৭৫৮৯৭ -১৭৫৯০৯ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত 5110/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীমতি নুপুর সাহা, স্বামী- শ্রী অসিত কুমার সাহা, ওরফে অসিত সাহা, সাং- আজাদ হিন্দ সড়ক, বেলতলা বাজার, পো:-ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, মহাশয়াকে মৌজা- ৯৫ নং ঘূর্ণি , খতিয়ান নং - L.R. ৩৩৭১,দাগ নং - R.S.& L.R. ১২৪, মোট ২৬.৮৪ শতক জমি আমমোক্তারকৃত, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.& L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

Koushik Ghosh, Advocate
Krishnagar Judge's Court

PUBLIC NOTICE

My Client **Sri Amar Kumar Hazra,** s/o Late Shaktipada Hazra, residing at- Ramkrishnanagar, P.O. & P.S- Midnapore, Dist- Paschim Medinipur, PIN-721101 found missing/ lost one Original Title Deed bearing no.00769/1999 dt.01.03.1999 registered at ADSRO- Midnapore and one Original Conversion Certificate no.5974-76 (MSC: 220/01) in the name of Sri Amiya Kumar Mahapatra s/o Chittaranjan Mahapatra in respect of property measuring 0.0443 acre laying & situated at Mouza- Kamarara, J.L. No.187, R.S. Plot no.661, L.R. Plot no.1616 under P.S. & Municipality- Midnapore, Dist- Paschim Medinipur which being Chain Documents of his purchased property through Title deed no.01811/2007 (DSR-I- Midnapore). It is solemnly declared, save and except my client said deed was neither kept/ deliver under any Mortgage/ Charge nor Gift/ Sold/ Leased to any individual/ Institution/ Bank etc. On 24.09.2025 my client made a General Dairy Entry being No.2297/25 before Kotwali P.S. in this regard. Now, it is an appeal to public, if anyone found such Original Registration Deed & Conversion, he/ she/ they may contact to undersigned with the documentary proof substantiating his/ her/ their objection/ claims details of disputes within 15 (Fifteen) days from the date of this publication, after that no third party objection/ claim shall be entertain/ legitimate whatsoever upon such Title Deed included property and Certified copy the Title Deed being No. 00769/1999 (AIN no. 1003199910076916779 76 signed on 25.09.2025) shall accepted/ treated as an Original.

GOURANGA DINDA, Advocate,
Mahatabpur (near- Malibagan Athletic club), P.O- Midnapore, Dist- Paschim Medinipur PIN- 721101.
Mob.- 9734992030.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে ও নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞ্যাত করা যাইতেছে যে আমার'মক্কেল মোঃ আলিম মোল্লা পিতা মৃত আয়ুব আলী মোল্লা সাং- পাঁচপোতা, পোঃ দ্বারীয়াপুর, থানা- আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, এ বসবাস কারীর পক্ষে ঘোষনা করিতেছি যে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা থানা আমডাঙ্গা, চন্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত মৌজা চন্ডীগড়, (জে.এল ৩১) এল আর দাগ নং ১৫৪ ও এল.আর ৪১৯ খতিয়ান ভুক্ত ০৬ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরেজী ০৪/০৪/২০২৫ তারিখে আমডাঙ্গা সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১৯৯ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে কাজী রওনাকুল ইসলাম পিতা- তারজেল হোসেন সাং-পাঁচপোতা, থানা- আমডাঙ্গা পক্ষে বিগত ইংরেজী ১২/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর আমডাঙ্গা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৫৭ নং জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা ব্যাপক আমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত আমোক্তার তথা কাজী মালেকুজ্জামান, পিতা কাজী সিরাজুল ইসলাম, সাং-পাঁচপোতা, থানা আমডাঙ্গা, মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বা যেকোনোপ্রকার দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনোরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা।

Pranay Pramanik, Advocate
Barasat Judges' Court
Enrollment No.- F-807/13

আমি Saifuddin Mondal পিতা Lt. Abdul Rahim Mondal সাং- কন্দপুকুর, পোঃ দ্বারিয়াপুর, থানা- নৈহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৭১১, পঃ বঃ বিগত ০৪/১০/২৩ বারাসাত ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর এফিডেভিট বলে Saifuddin Mondal ও Sahimuddin Mondal ও Fakir Ahammad ও Sahifaddin S/O- Lt. Abdul Rahim Mondal ও Abdul Rahim Mondal ও Abdul Rahim একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ম্যাট স্যুট নং ১৪৬/২৩
দরখাস্তকারী - সমীর বনিক।
বনাম
প্রতিপক্ষ - মৌসুমী বনিক।
(দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৫ রুল ২০ ও সেকশন ১৫১ ধারা মতে বিজ্ঞপ্তি)

এতদ্বারা **মৌসুমী বনিক** স্বামী সমীর বনিক পিতা মৃত শংকর দেবনাথ সাং (হাল) শ্রীরামপুর, পাবনাপাড়া দক্ষিন পো: শ্রীরামপুর, থানা নাদন ঘাট, জেলা পূর্ব বর্ধমান কে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী **সমীর বনিক** পিতা মৃত জীবন বনিক সাং প্রতাপনগর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া আপনার নামে অত্র আদালতে একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছেন।
এক্ষনে আপনাকে এই নোটিশ দিয়া জানানো যাইতেছে যে সংবাদ পত্রে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
আদালতে শীল মোহর যুক্তে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

আদালতের আদেশানুসারে
প্রতিম চৌধুরী, ২১/০৭/২০২৫
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
Bench Clerk, Addl. District & Sessions Judge Nabadwip, Nadia

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে ও নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞ্যাত করা যাইতেছে যে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা থানা আমডাঙ্গা, চন্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত মৌজা চন্ডীগড়, (জে.এল ৩১) এল আর ১৮৪ নং দাগে এল.আর ১৩০৪,৪১৯ ও ৫২৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ৫.৯৬ শতক সম্পত্তি আমার ১নং মক্কেল সেখ নুরুদ্দিন আহম্মেদ পিতা মৃত সেখ মহিউদ্দিন আহম্মেদ, সাং- পাঁচপোতা, পোঃ দ্বারীয়াপুর, থানা আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, এ বসবাস কারী বিগত ইংরেজী ১২/০২/২০২৪ তারিখে আমডাঙ্গা সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৫৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ও উক্ত দাগে উক্ত খতিয়ানে ৮.২০ শতক জমি আমার ২নং মক্কেল মোঃ আলি আজগার পিতা আতিয়ার রহমান, সাং- পাঁচপোতা, পোঃ দ্বারীয়াপুর, থানা আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, এ বসবাস কারী বিগত ইংরেজী ১২/০২/২০২৪ তারিখে আমডাঙ্গা সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৫৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে উভয়ে কাজী সিরাজুল ইসলাম পিতা- মৃত তাইজেল হোসেন সাং- পাঁচপোতা, থানা- আমডাঙ্গা, পক্ষে বিগত ইংরেজী ০৫/০১/২০২১ তারিখে ড.এস.আর-১ বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭২ নং জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা ব্যাপক আমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত আমোক্তার তথা কাজী মালেকুজ্জামান, পিতা কাজী সিরাজুল ইসলাম সাং-পাঁচপোতা, থানা আমডাঙ্গা, মহাশয় ও অন্যন্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। উভয় মক্কেলের পক্ষ হইতে ঘোষনা করিতেছি যে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বা যেকোনোপ্রকার দাবি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনোরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা।

Pranay Pramanik, Advocate
Barasat Judges' Court
Enrollment No.- F-807/13

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞ্যাত করা যাইতেছে যে চন্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চন্ডীগড় (জে.এল - ৩১) মৌজায় এল.আর ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ১৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১ নং খতিয়ানে এল আর ৩৭১ নং দাগে ০২ শতক সম্পত্তি আমার ১নং মক্কেল অষ্টো তরফদার স্বামী শীতল তরফদার, সাং চন্ডীগড়, থানা- আমডাঙ্গা জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অধিনস্ত, বিগত ইংরেজী ০২/১২/২০২২ তারিখে বারাসাত ডি,এস,আর-১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৬৫২১ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এবং এল আর ৩৬৯ নং দাগে ১.৮৩ শতক সম্পত্তি আমার ২নং মক্কেল সাবিরুল দেওয়ান মন্ডল পিতা মরহুম আবুসাম মন্ডল, সাং পাঁচপোতা, থানা-আমডাঙ্গা জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অধিনস্ত, বিগত ইংরেজী ১৯/০২/২০২৪ তারিখে বারাসাত ডি,এস,আর-৩ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০৭১ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মৃত্যুঞ্জয় ঢালী, কৃত্যুঞ্জয় ঢালী, সাহেব ঢালী ওরফে সঞ্জয় ঢালী, ধনঞ্জয় ঢালী, বিশ্বনাথ ঢালী, শিশু ঢালী, সকলের পিতা ভদ্রেশ্বর ঢালী এবং সুবর্ন ঢালী স্বামী - ভদ্রেশ্বর ঢালী, অনাধু ঢালী, বিস্বজিৎ ঢালী, মনমিতা ঢালী, হরেন ঢালী, নরেন ঢালী, সোনাতন ঢালী, মধু ঢালী, সকলের পিতা রামকৃষ্ণ ঢালী, নন্দীবালা ঢালী, ভোলানাথ ঢালী পিতা প্রাণকৃষ্ণ ঢালী, সকলের সাং- চন্ডীগড় ,পোঃ- দ্বারীয়াপুর, থানা- আমডাঙ্গা উত্তর ২৪ পরগনা সকলের পক্ষে বিগত ইংরেজী ১১/০৫/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-১ বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৩৩০ নং ও ০৬৩৩১ নং জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা ব্যাপক আমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত আমোক্তার তথা মোঃ রবিউল হক পিতা মহঃ আইয়ুব আলী সাং- কন্দপুকুর, পোঃ দ্বারীয়াপুর, থানা- আমডাঙ্গা, ও কৌশিক নিয়োগী পিতা আসিত নিয়োগী সাং-চন্ডীগড়, পোঃ দ্বারীয়াপুর, থানা আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, মহাশয় গনের নিকট হইতে উভয়ে খরিদ করিয়া থাকেন। উভয় মক্কেলের পক্ষে ঘোষনা করিতেছি যে এ বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনোরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা।

Pranay Pramanik, Advocate
Barasat Judges' Court
Enrollment No.- F-807/13

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল তাপস দে ও জয়ন্ত দে উভয়ের পিতা রবি প্রসাদ দে, সাং. ময়নাপুর, থানা : জয়পুর, জেলা : বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৩৮ ঘোষণা করিতেছি যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ইং. ২২/৮/২৫ তারিকে সাব রেজিষ্ট্রী অফিস, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া অফিসে I-৩৮২৪/২৫ নং. রেজিষ্ট্রীকৃত কোবালা দলিল দ্বারা ময়নাপুর মৌজায়, জয়পুর থানা, ১৬৭১ ও ১৯৩৭ নং. এল. আর. খতিয়ান ভুক্ত রানী বালা দেবী বন্দোপাধ্যায় ও শৈলবালা বন্দোপাধ্যায় রেকর্ড ভুক্ত ১১৫১, ১৫৮৬, ১৫৪১, ১৫৯৩ ও ৫৪১৪ নং. দাগের জমি যাহা সমীর কুমার চ্যাটার্জী, শিশির চ্যাটার্জী, সঞ্জয় চ্যাটার্জী, শ্যামল চ্যাটার্জী ও মঞ্জুরী দত্ত ও সনৎ চ্যাটার্জী গণ নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কাহার কোন প্রকার হক দাবী ওজর আপত্তি থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জয়পুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে ও নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রমানসহ জানাইবেন, নতুবা আমার উল্লেখিত মক্কেলগণ ছাড়া উক্ত সম্পত্তির অন্য কোন দাবীদার নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রী পরিমল রায়
আইনজীবী
৮০২, এম.বি. রোড,
মতিলাল মার্কেট, বিরাটী
কলকাতা-৭০০০৫১
মো: ৯৮৩০১১০৪৩৮

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৪ ঠা অক্টোবর, ১৭ ই আশ্বিন । শনি বার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরীয় রাহূ ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ পাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি ।
চৈতন্য চরিত্রামৃত প্রণেতা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী র তিরোধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ঐতিহ্যের আবহে প্রতিমার নিরঞ্জন, বেলুড় মঠে বিজয়ার শেষ সান্ধ্য আচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলুড়: শতবর্ষের ঐতিহ্যকে সাক্ষী রেখে এবছরও সম্পন্ন হল বেলুড় মঠের প্রতিমা নিরঞ্জন। দশমীর সকালে রীতি মেনে দর্পণ বিসর্জনের পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ গঙ্গার ঘাটে নিরঞ্জনের আচার পালন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা।

দিনভর ভক্তদের ভিড়ে মুখরিত ছিল মঠ চত্বর। সকালে পুজোর পর সন্ন্যাসীদের আরাধনা, ভক্তিগীতি ও মন্ত্রোচ্চারণে আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়। সন্ধ্যারতি শেষে দেবী বরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব। গঙ্গার ঢেউ ও ঢাক-ঢোল-শঙ্খধ্বনির মধ্যে ধুনুচি নাচে অংশ নেন সন্ন্যাসীরা। সেই মুহূর্ত দেখতে হাজির হন হাজার হাজার দর্শনার্থী। বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব যেমন মহাসমারোহে শুরু হয়, তেমনই সমাপ্তিও হয় গভীর আবেগ ও ভক্তির আবহে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কারও চোখে আনন্দাশ্রু, কারও প্রার্থনায় শান্তি ও মঙ্গলের আবেদন। মঠের সন্ন্যাসীদের মতে, এখানে দুর্গাপুজো কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি আধ্যাত্মিক সাধনা ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। প্রতি বছর বিজয়া দশমীতে সেই ঐতিহ্যই গঙ্গায় নিরঞ্জনের মাধ্যমে নতুন বার্তা দেয়; বিদায় নয়, শুভ সূচনার।

একইসঙ্গে রাজ্যজুড়েই শুরু হয়েছে বিসর্জনের উৎসব। টাকি রাজবাড়ির প্রতিমা ইছামতিতে নিরঞ্জন, বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে প্রতিমা বিদায়ের সময়ে আকাশে গুলি ছোড়া; সবই বাংলার পুজোকে আরও বৈচিত্র্যময় করেছে। কোথাও সিঁদুর খেলায় মাতোয়ারা নারীরা, কোথাও বিদায়ের পর প্রথাগত পান্তাভাত-ইলিশের আসর।

দশমীর দিন জুড়ে তাই স্পষ্ট; দেবীর বিদায় মানেই শোক নয়, বরং নতুন শুরুর প্রত্যাশা। আর সেই আবহেই সবচেয়ে গভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হল বেলুড় মঠের গঙ্গার ঘাটে।

১৫১ জন কন্যাকে ত্রিশূল উপহার
বিজয়া দশমীতে কন্যাসুরক্ষা বার্তা অঞ্জনী পুত্র সেনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজয়া দশমীর শুভ তিথিতে অঞ্জনী পুত্র সেনা আয়োজন করল বিশেষ কন্যা সুরক্ষা ও অস্ত্র পুজো কর্মসূচি। ভালুর বাদামী দেবী শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ১৫১ জন কন্যাকে প্রতীকী শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবী দুর্গার অস্ত্র 'ত্রিশূল' উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সহ-প্রচারক প্রধান দুর্গা ব্যাস, যিনি আগে সমবায় আশ্রম পরিষদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর উপস্থিতিতে বিশেষ শস্ত্র পুজো ও বিজয় সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে অস্ত্র পুজো করার পাশাপাশি সমাজে কন্যাদের আত্মনির্ভরতা ও আত্মরক্ষার শপথ নেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, সমাজে ভালো-মন্দ উভয় ধরনের মানুষই আছে, তাই প্রতিটি মেয়েকে বুঝতে হবে যে সেও দেবী দুর্গার এক অবতার। তাঁদের বক্তব্য, 'যদি কখনও কোনো মেয়ে অন্যায় বা অন্যরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তবে তার উচিত তা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা।'

এই উপলক্ষে মেয়েদের হাতে প্রতীকী ত্রিশূল ও তরবারি তুলে দেওয়া হয় এবং জানানো হয় এগুলি শুধুই প্রতীক নয়, বরং আত্মশক্তি ও সাহসের প্রতীক। মঞ্চ থেকে কন্যাদের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়, দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করেই নিজেদের রক্ষা করার শপথ নিতে হবে।

১২৫ বছরের সুপ্রাচীন দি রেফিউজ প্রতিষ্ঠানের দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন। মাকে বিদায় জানিয়ে সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালেন বিশ্বরূপ দে।

ডোমজুর থানার অন্তর্গত সরস্বতী কমপ্লেক্সের দুটি শিল্প ইউনিট বন্ধ করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবেশবিধি লঙ্ঘন এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া চালানোর অভিযোগে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হাওড়ার ডোমজুর থানার অন্তর্গত সরস্বতী কমপ্লেক্সের দুটি শিল্প ইউনিট বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে পর্ষদের একটি দল সরেজমিনে ওই শিল্প তালুকের একাধিক ইউনিট পরিদর্শন করে। ওই সময় সাই ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এসএমআইএল পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড সিটিও ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অনুমোদন ছাড়াই কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে ধরা পড়ে। তাদের শুনানিতে ডাকা হলেও কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারেনি বলে পর্ষদ সূত্রে খবর।

২২ অগাস্ট শুনানির জন্য ডাকা হলেও সাই ইন্ডাস্ট্রিজ হাজির হয়নি। এসএমআইএল পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ জানায়, তারা ২০২৪ সালে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং সম্প্রতি সিটিওর জন্য আবেদন করেছে। সংস্থাটি স্বীকার করে, অল্প পরিমাণে বর্জ্য বাইরে ফেলা হচ্ছিল। পর্ষদের পরিদর্শনে জানা যায়, ওই পেইন্ট ইউনিটে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) নেই, কেবল দুটি আন্ডারগ্রাউন্ড স্যাটলিং চেম্বারের মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্কাশন হচ্ছে। এর ফলে নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে সংস্থাটি এর আগে ১৭ জানুয়ারি ২০২৩-এ কনসেন্ট টু এস্টাবলিশ (সিটিই) পেয়েছিল।

অন্যদিকে, সাই ইন্ডাস্ট্রিজের সিটিই ছিল ওয়্যার নেটিং তৈরির জন্য। কিন্তু তা বাড়িয়ে অনুমোদন ছাড়াই পিভিসি-কোটেড ওয়্যার নেট উৎপাদন করছিল। পরিদর্শনকারী দলকে তারা সিটিও দেখাতেও ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ডোমজুর থানার ওসিকে ওই দুটি শিল্প ইউনিট বন্ধের নির্দেশ কার্যকর করার পাশাপাশি সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে।

বিনিয়োগের বার্তা দিলেন শিল্পপতি সজ্জন জিন্দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ রাজ্যে ফের বড় বিনিয়োগের বার্তা দিলেন শিল্পপতি সজ্জন জিন্দল। বৃহস্পতিবার সস্ত্রীক কলকাতার সুরুচি সংঘের পুজো মণ্ডপে প্রতিমা দর্শনে এসে তিনি জানান, বাংলায় ইতিমধ্যেই একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে। আরও নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনাও চলছে।

জিন্দল বলেন, শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই। তাঁর নেতৃত্বেই আজ পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বের শিল্প মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। তাই আমরাও এ রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী।

এদিন তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা জিন্দলও বাংলার শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলার শিল্পী ও শিল্পকর্ম দেশের অন্য কোথাও এত উচ্চমানের নয়। আমি মুগ্ধ হয়েছি। এটা বলছি; শিল্পে বাংলাই সেরা।

সুরুচি সংঘের মণ্ডপ ঘুরে দেখেন জিন্দল দম্পতি। ভিডিওগ্রাফিও করেন। তাঁদের সঙ্গী ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মণ্ডপ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তনু বসুও।

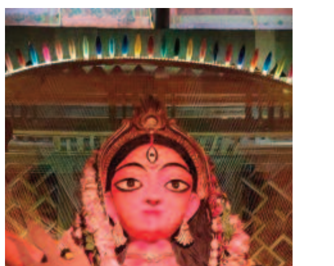

সল্টলেকের এই পার্ট ওয়ান এর মণ্ডপ। এবার তাদের ভাবনায় তাঁতের ইতিকথা। ভাবনা— বুনন কথা। তাঁত শিল্পকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। গোটা মণ্ডপটি সাজানো সুতো, চরকা,গুটি পোকা সহ তাঁতের শাড়ি তৈরির সমস্ত উপকরণ দিয়ে।

মেট্রোর দুর্গাপুজোয় রেকর্ড ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রেলওয়ে জানিয়েছে, পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত ৪৬.৫৬ লাখ যাত্রী মেট্রো ব্যবহার করেছেন। এ সময়ে ৫.০১ লাখ যাত্রী আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করেছেন। পঞ্চমীতে ৯.৮২ লাখ যাত্রী চলাচল করে মেট্রোর ইতিহাসে সর্বোচ্চ দৈনিক যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড হয়েছে।

উৎসবের দিনগুলোতে জনসমুদ্র ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়েছে। যথেষ্ট পুলিশ, আরপিএফ, স্কাউটস ও গাইড স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে। ৯৫টি হ্যান্ডহেল্ড লাউড হেলার এবং ২৮টি হ্যান্ডহেল্ড টিকিটিং মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮,৪৯৮ স্মার্ট কার্ড ইস্যু ও ১.৫৯ লাখ পুনঃভ্যালিড করা হয়েছে। যাত্রীদের আগে থেকে অ্যাপ ও স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে বুকিং কাউন্টারে ভিড় কমানো যায়।

পুরুষদের দেবীবরণ, মহিলাদের সিঁদুরখেলা,
৩০৪ বছরের প্রাচীন বলুহাটির পুজোর অদ্ভুত রীতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: তিন শতকেরও বেশি সময় ধরে এক প্রাচীন ধারা বহন করে চলেছে ডোমজুড়ের বলুহাটি হাটতলা বারোয়ারি সমিতির দুর্গাপুজো। এ বছর পূজো পা দিল ৩০৪-এ। চারপাশে সময় বদলেছে, সমাজ পাল্টেছে, রীতি-নীতি ভেঙেছে। কিন্তু এখানে আজও টিকে আছে এক আশ্চর্য প্রথা; দশমীর বিসর্জনের আগে দেবীকে প্রথম বরণ করেন পুরুষরাই।

অন্যত্র যেখানে সিঁদুরখেলার রঙে মহিলারা মায়ের বিদায়কে শেষ পর্বে পরিণত করেন, বলুহাটির পুজোয় সেখানে প্রাচীনতার ছাপ অন্যরকম। এখানকার ইতিহাস বলে; প্রথমে পুরুষদের হাতেই দেবীর বরণ, তারপর মহিলাদের অর্ঘ্য ও সিঁদুরখেলা। এক অদ্ভুত মেলবন্ধন; অতীতের পর্দাশীলতা আর বর্তমানের সমান অধিকার যেন মিশে গেছে একই আচার-অনুষ্ঠানে।

উদ্যোক্তা শ্রীদেবকুমার দে বলেন, বর্ধমান রায় ও সঙ্গম রায় এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরি আবু রায় জমিদারি আমলেও পুজো চালিয়ে যান। জমিদারি প্রথা শেষ হলে শরৎচন্দ্র দে, শম্ভুনাথ ঘোষদের মতো ধনীদের উদ্যোগে টিকে যায় পুজো। তবে একশো বছর আগে পুজো রক্ষার দায়িত্ব নেয় বলুহাটি হাটতলা বারোয়ারি কমিটি। তারাই আজও প্রাচীন রীতি আঁকড়ে ধরে পুজো চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও যোগ করেন, মোঘল ও ব্রিটিশ আমলে মহিলারা ছিলেন পর্দাশীল। তাই পুজোর সব আচার পুরুষেরাই সম্পন্ন করতেন। সেই থেকে পুরুষদের দেবীবরণের প্রথা চলে আসছে। আজও রীতি বদলায়নি। তবে এখন পুরুষদের পরে মহিলারাও দেবীকে বরণ করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্র্যম্বক সমাদ্দার বলেন, আমাদের পুজো নিছক কোনও বারোয়ারি পুজো নয়। এর ইতিহাস আলাদা। আমরা পূর্বপুরুষদের মুখে শোনা নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। বিসর্জনের ২১ দিন পর কাঠামো আবার তুলতে হয়; এটাও আমাদের প্রথার অংশ।

চারদিনের ভক্তিভরা আবহ, মন্ত্রপাঠ আর ভোগের গন্ধে ভরে ওঠে বলুহাটি। দশমীর সকালে দেবীবরণ শুরু হয় পুরুষদের হাতে, আর শেষ বিকেলে মায়ের চোখে লাল সিঁদুর ছোঁয়ায় মহিলাদের বিদায় অনুষ্ঠান। এই বিরল রীতিই বলুহাটি হাটতলার পুজোকে করে রেখেছে ব্যতিক্রমী; যেখানে ইতিহাস, আচার আর আবেগ মিশে আছে একাকার।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

উত্তর কলকাতার ষড়ঙ্গ দুর্গোৎসব সমিতির সিঁদুর খেলা। *ছবি: রাজীব মুখোপাধ্যায়*

গভীর নিম্নচাপের জেরে পশ্চিমের জেলায় ভারী বর্ষণের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। আর তার জেরে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারের অতি গভীর নিম্নচাপ শুক্রবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর। ওডিশার সম্বলপুরের কাছাকাছি অবস্থানকারী এই গভীর নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশার উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। পরবর্তীকালে ছত্তিশগড়ের দিকে অভিমুখ থাকবে। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের দিকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে, এর ফলে আগামী কয়েক দিন বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমের কয়েকটি জেলা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে এক দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে ২৪ ঘণ্টা পর দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কিছুটা কমবে। চলবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। এই নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা। এর পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। কোচবিহার ও কালিম্পং-এও হবে ভারী বৃষ্টি। এরফলে একদিকে

রয়েছে হড়পা বান ও ধসের ভয়, এই মধ্যে উত্তরবঙ্গের উপরে পাঁচটি জেলায় লাল সর্তকতা এবং কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এরপর ৫ অক্টোবর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তরবঙ্গে খানিকটা কমে যাবে। ৬ তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি প্রায় পুরোপুরি কমে যাবে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে ২৪ ঘণ্টা পর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে। গভীর নিম্নচাপের ফলে উপকূলের জেলাগুলিতে ৩৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। তাই আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এদিকে আবার যেহেতু ওডিশায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, তাতে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়ছে। কারণ বৃষ্টি বেশি হলে, ব্যারেজগুলো থেকে জল বেশি পরিমাণ ছাড়া হবে, আর তাতেই পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো বানভাসি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুজোর আগেই মাস খানেকের ওপর ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার অবস্থা খারাপ ছিল। কোনওমতে বৃষ্টি কমায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছিল, কিন্তু আবারও এই গভীর নিম্নচাপে প্রহর গুনছেন পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দারা।

এদিকে এই ঘটনায় কপালে ভাঁজ নবান্নে প্রশাসনিক কর্তাদেরও। কারণ, অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে আরও জল ছাড়তে পারে ডিভিসি। তাই হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলার জেলাশাসকদের আগাম প্রস্তুত থাকার নির্দেশ নবান্নের। উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকার ফলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে।

পুজোয় সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের ঢল সামাল দিল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের পুজো মণ্ডপে এখন মানুষের ঢল মহালয়ার থেকে হলেও পুলিশের বিশেষ নজরদারি শুরু হয় চতুর্থী থেকেই। এই নজরদারিতে বিশেষ ভাবে নজর রাখা হয় বাইক আর গাড়ির দৌরাত্ম্যে। হাজারো সচেতনতার বার্তা ছড়ানোর পরেও এই তিনদিন শহরের যুবকদের একাংশ ছিল বেপরোয়াই। শহরের রাস্তায় দু'জনের জায়গায় তিন-চারজনের বাইকে ঘোরা, হেলমেট ছাড়া বেরনো কিংবা গভীর রাতে বাইক রেস - সবই চলেছে একসঙ্গে। তবে পুলিশও বসে থাকেনি। কেসও দেওয়া হয়েছে হাজারে হাজারে।

কলকাতা পুলিশের দেওয়া তথ্য বলছে, দুর্গাপুজোর চতুর্থী থেকে নবমী পর্যন্ত ট্র্যাফিক আইনের যত মামলা হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি হেলমেট না পরার কারণে। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুসারে, চতুর্থী থেকে নবমীর মধ্যে শহর জুড়ে মোট ৮ হাজার ২৭৭ জনকে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার দায়ে ধরেছে পুলিশ। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩২০ জনই হেলমেট ছাড়া বাইকচালক বা পিছনে বসা সওয়ারি হেলমেটহীন।

শহরের বিভিন্ন ট্র্যাফিক গার্ড থেকে পাওয়া রিপোর্টে দেখা গেছে, হেলমেট না পরার অভিযোগে ধরা পড়া বাইকচালকরা নানা অজুহাত দিয়েছেন। কেউ বলছেন হেলমেট পরতে ভুলে গেছেন, কেউ বলছেন চুলের স্টাইল নষ্ট হবে তাই পরেননি। কেউ আবার দাবি করেছেন বাড়ি একেবারে কাছেই, তাই হেলমেটের দরকার নেই। কিন্তু পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কাউকেই ছাড়া হয়নি। হেলমেট ছাড়া ধরা পরলেই দিতে হয়েছে ১ হাজার টাকা জরিমানা। চতুর্থী থেকে নবমী পর্যন্ত শহরে যে সব অভিযোগে মামলা হয়েছে; হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ৪ হাজার ৩২০, ট্রিপল রাইডিং ১ হাজার ৫৯৩, বেপরোয়া গাড়ি চালানো ৭৪৫, মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানো ৬৭১, অন্যান্য অভিযোগ ৯৪৮। শুধু এ বছরই নয়, আগের বছরও একই ছবি ধরা পড়েছিল। গত বছর চতুর্থী থেকে দশমী পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৪ হাজার ৩৩৯টি ট্র্যাফিক আইন ভাঙার ঘটনা রেকর্ড হয়েছিল। এর মধ্যে ৭ হাজার ১০৯ জন হেলমেট ছাড়া ধরা পড়েছিলেন।

এই ধরনের ঘটনা রুখতে শহরের বড় মোড়ে চেকপোস্ট বসানো হয়েছিল। পুলিশের দাবি, কড়া নজরদারি ও কেস

দেওয়ার পাশাপাশি সচেতনতামূলক প্রচারও চলছে, যাতে বাইকচালকরা নিয়ম মেনে চলেন। কিন্তু তাতেও কেসের সংখ্যা কিছু কম নয়।

বিসর্জনের আগেই প্রতিমার গয়না চুরি কাঁকিনাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার ২২ নম্বর গলির সুগিয়া পাড়ার রাষ্ট্রীয় বিকাশ কেন্দ্রের দুর্গাপুজো অতি প্রাচীন। দশমী বৃহস্পতিবার হওয়ায় পুজো কমিটি শুক্রবার বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। পুজোর চারদিনের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা মণ্ডপে লাগানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে ফেলা হয়। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মা দুর্গার প্রতিমা থেকে কেউ সমস্ত গয়না খুলে নেয়। শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা দেখেন মায়ের গয়না উধাও। দেবীর গয়না লুটের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। চুরির ঘটনায় জড়িতদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি,

সোনা রুপার গয়না মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী খোয়া গিয়েছে। লুটের ঘটনায় জড়িতদের পাকড়াও করে গয়না উদ্ধারের দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। দেবীর গয়না চুরির ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, লুট হওয়া গয়না উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনায় জড়িতদের পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

একাদশীর রাতে টালা প্রত্যয়ে দর্শনার্থীদের ভিড়। *ছবি: অদিতি সাহা*

আরএসএসের শতবর্ষে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বার্তা দিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষে সাংগঠনিক ও আদর্শের দিক তুলে ধরলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আরএসএস কেবল একটি সংগঠন নয়, বরং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলার আন্দোলন।

শমীক বলেন, গত ১০০ বছরে আরএসএস দেশপ্রেম, সংগঠনশক্তি এবং সমাজসেবার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছে। যখন দেশে তুষ্টিকরণের রাজনীতি আর ভোটব্যাংকের খেলা সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছে, তখন আরএসএস দিয়েছে একটাই মন্ত্র; সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং বহুত্ববাদী গতিশীল সমাজ। তিনি আরও যোগ করেন, আরএসএসের শিক্ষা শুধু মতাদর্শ নয়, এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশপ্রেমকে অন্তর্ভুক্ত করার ডাক। তাঁর কথায়, আজ ১০০ বছরে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর শপথ হওয়া উচিত; এমন এক শক্তিশালী ভারত গড়া, যেখানে অনুপ্রবেশকারী বা বিভাজনকামী শক্তির কোনও স্থান থাকবে না।

বিজেপি নেতার দাবি, আরএসএসের শতবর্ষ উদ্‌যাপন শুধু অতীতের গৌরব স্মরণ নয়, এটি ভবিষ্যতের ভারত গড়ার প্রতিজ্ঞাও। তিনি আহ্বান জানান, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদই হোক ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড।

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলকাতার সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুপিন্দার যাদব, সহ পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল বানসাল-সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য, রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সতীশ ধোন্ড।

দশমীর রাতে রহস্যমৃত্যু যুবকের, খুনের অভিযোগ মৃতের দিদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দশমীর রাতে রহস্যমৃত্যু এক যুবকের। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃতের দিদির অভিযোগ, ভাইকে খুন করা হয়েছে। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খাস কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায়। মৃতের নাম বিকি মল্লিক। বিকির স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মল্লিকের সঙ্গে এক যুবকের অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তার জেরেই এই 'খুন' বলে দাবি মৃতের পরিবারের।

সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে পদ্মপুকুর এলাকায় বাড়ি থেকে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বছর তিরিশের বিকি মল্লিককে। এরপর এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এরপরই বালিগঞ্জ থানায় মৃত যুবকের স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাত সোয়া দশটা নাগাদ বিকি মল্লিকের স্ত্রীর আওয়াজ তাঁরা শুনেছেন। বিকির নাম ধরে তিনি চিৎকার করে ডাকতেও শোনা যায় তাঁকে। এরপরই ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় বিকি মল্লিককে নিচে শোয়ানো রয়েছে। আর তাঁর স্ত্রী ও স্ত্রীর বন্ধু তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছেন। এরপর পড়শিরাই বিকিকে বাইরে নিয়ে আসেন এবং দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়।

পাশাপাশি এও জানা গেছে, বিকি মল্লিক পেশায় ডেলিভারি কর্মী ছিলেন। এদিকে বিকির দিদি ঝুম্পা গোস্বামীর অভিযোগ, বিকির স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা মল্লিকের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এই নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হত। বিবাহ বহির্ভূতে সম্পর্কে যাতে বাধা দিতে না পারেন, সেজন্য বিকিকে বেশিরভাগ সময় মদ্যপান করিয়ে রাখা হত। আর এই সূত্রেই মৃতের দিদির অভিযোগ, ' নিশ্চয় ভাই দু'জনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। কাউকে যাতে বলতে না পারে, সেজন্য গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। গলায় ফাঁসের স্পষ্ট দাগ দেখা গিয়েছে। আর আমার ভাইয়ের বউ বলছে, বিকি আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করলে তো কোথায় গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলতে হত। সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। আমাদের সন্দেহ, ভাইয়ের স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক মিলে খুন করেছে।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, বালিগঞ্জ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

কালীঘাটে 'অশ্রদ্ধা'? মুখ্যমন্ত্রীর আচরণকে নিশানা করে শুভেন্দুর তীব্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাট মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ ঘিরে ফের রাজনীতির ঝড় উঠল। বৃহস্পতিবার কালীঘাট মন্দিরে পুজোর সময় মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে সরাসরি আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর অভিযোগ, গর্ভগৃহে পুরোহিত মুখ্যমন্ত্রীকে প্রসাদ বা চরণামৃত দেন, যা তিনি মাথায় ছুঁইয়ে মুখে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই এঁটো প্রসাদ মা দক্ষিণা কালীর দিকে ছুড়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, প্রসাদ হোক বা চরণামৃত, একবার মুখে নিলে তা এঁটো হয়ে যায়। এঁটো দেবীর দিকে ছুড়ে দেওয়া যায় না। এটা অনাচার, শাস্ত্র বিরোধী।

তিনি আরও বলেন, ভাগবত পুরাণ ও কালিকা পুরাণ অনুসারে

কালীঘাট ৫১ সতীপীঠের অন্যতম পবিত্র শক্তিপীঠ। তাই গর্ভগৃহে মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ সরাসরি হিন্দুদের বিশ্বাস ও আস্থার উপর আঘাত। শুভেন্দুর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য বারবার হিন্দু ধর্মকে আঘাত করছেন। এমনকী আমাদের আরাধ্য দেবদেবীকেও ছেড়ে কথা বলছেন না। এর আগে তাঁর দলের এক সাংসদ মা কালী সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই অনাচার করলেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কালীঘাটে পূজিতা মা দক্ষিণা কালী অত্যন্ত জাগ্রত। মুখ্যমন্ত্রীকে এর ফল ভোগ করতেই হবে। শুভেন্দুর কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু রীতি-নীতির বিষয়ে অজ্ঞতা আবারও প্রকাশ্যে এল। বিজেপির দাবি, এটি শুধু রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত।

বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে জনসংযোগ, চূড়ান্ত প্রস্তুতি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর উৎসব শেষ হতেই রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোট-পূর্ব রাজনৈতিক তৎপরতা। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবার উৎসব-পরবর্তী কর্মসূচিকে হাতিয়ার করতে চলেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত হবে একাধিক বিজয়া সম্মিলনী।

শুধু সৌহার্দ্য বিনিময়ের সামাজিক আচার নয়, এই সম্মিলনীকে তৃণমূল দেখছে সরাসরি জনসংযোগের মঞ্চ হিসেবে। সাংগঠনিক নির্দেশে ব্লক থেকে শুরু করে প্রতিটি জেলা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান ছড়িয়ে দেওয়া হবে। স্থানীয় বিধায়ক, সাংগঠনিক নেতা থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সাম্প্রতিক সময়ে দূরে সরে যাওয়া 'অভিমানী' নেতা-কর্মীদের ফের সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইতিমধ্যেই সাংগঠনিক বৈঠকগুলোতে স্পষ্ট বার্তা গিয়েছে; বিজয়া সম্মিলনী হবে দলের প্রচারের সেতুবন্ধন। মিষ্টিমুখ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সঙ্গে প্রতিটি কর্মসূচি থেকে ভোটার তালিকার হালনাগাদ, সরকারি প্রকল্পের প্রচার এবং মানুষকে আস্থা দেওয়ার বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হবে।

তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, এগুলো নিছক সামাজিক সৌজন্য নয়। মানুষের সঙ্গে দূরত্ব কমানো, পুরনো অভিমান মেটানো এবং ভোটের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করাই আসল উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক মহলের মতে, উৎসব-পরবর্তী সময়কে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল এবার সরাসরি ভোট-লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। কেননা, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন কারণে বহু পুরনো কর্মী ও নেতার মধ্যে অসন্তোষ জমেছে। অনেকে দল ছাড়েননি, তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রয়েছেন। বিজয়া সম্মিলনী সেই ভাঙন রোধে কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে শাসকদল। সূত্রের খবর, অক্টোবর মাস জুড়েই হাজারেরও বেশি বিজয়া সম্মিলনী আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম; সব স্তরে এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই উদ্যোগ তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শুক্রবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করে তারা। আর এই চূড়ান্ত চার্জশিটে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বলে খবর।

প্রাথমিক শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এরপর একে একে একাধিক নাম উঠে আসে। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নদিয়ার নাকাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, বীরভূমের তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারী-সহ অন্যান্যরা। তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সেক্রেটারি-সহ একাধিক আধিকারিকের নামও জড়িয়েছিল সিবিআই তদন্তে। ব্যাংকশাল আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়।

এর পাশাপাশি এই একই দিনে পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দল ইডিও। ৭০ পাতার এই চার্জশিটটই চূড়ান্ত চার্জশিট বলে জানা গিয়েছে। তাতে নাম রয়েছে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারীর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সেক্রেটারি রত্না চক্রবর্তী বাগচির নামও রয়েছে সেখানে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুনীতি মামলায় ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি যায়। ২০২৩ সালের মে মাসে এই নির্দেশ জারি করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন পাঠযোগ্য হওয়া দরকার, এবার বলল আদালতও

চিকিৎসকদের লেখা প্রেসক্রিপশন পড়ে উদ্ধার করাটস একটা দুঃসাধ্য কাজ। এটা মোটামুটি প্রচলিত ধারণা। এই নিয়ে অনেক জোকস চালু আছে সমাজে। বলা হয়, তাঁদের হাতের লেখা ওষুধের দোকানের কর্মচারি ছাড়া আর কেউ পড়তে পারে না।এই ট্র্যাডিশন এবার ভাঙা দরকার। চিকিৎসকদের হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন পাঠযোগ্য হওয়া উচিত।এবার এমনই নিদান দিল আদালতও। তাঁরা রোগী দেখেন, ওষুধ দেন, ,সুস্থ হওয়ার পথও বাতলে দেন। কিন্তু তাঁদের লেখা প্রেসক্রিপশন পড়তে পারে না আম জনতা। এই অভিযোগ বহু পুরনো। এবার তাঁদের হাতের লেখা ভালো করার পরামর্শ দিল আদালত। সম্প্রতি পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন পাঠযোগ্য করার নির্দেশ দিয়েছে। যা নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে চিকিৎসককূল। সব চিকিৎসক এই তালিকায় না পড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর পরিবার প্রেসক্রিপশন উদ্ধার করতে হিমসিম খান। শুধু এই দেশ বা রাজ্য নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের চিকিৎসকরাই এই রোগে আক্রান্ত। সম্প্রতি এক মহিলার ওপর নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়গুরু প্রীত সিং এই নির্দেশ দেন। মহিলার অভিযোগ ছিল, এক ব্যক্তি সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ, প্রতারণা করেছে। ওই ব্যক্তি অভিযোগ অস্বীকার করলে মহিলার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সরকারি চিকিৎসকের দেওয়া সেই রিপোর্ট তাঁর বোধগম্য হয়নি বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। এরপরই তিনি চিকিৎসকদের হাতের লেখা পাঠযোগ্য করার নির্দেশ দেন। এর আগে ওড়িশা আদালতও একটি মামলায় চিকিৎসকদের হাতের লেখা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। ডিজিটাল যুগে অনেক চিকিৎসক কম্পিউটারে প্রেসক্রিপশন লিখলেও মফঃসস্বল ও গ্রামীণ এর প্রচলন খুবই কম।এর জন্য প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে রোগীর পরিবার। এই পরিস্থিতি চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন আইএমএ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। এখন এই ট্র্যাডিশন পরিবর্তন হলেই কিছুটা মুক্তি পাবে আম জনতা।

শব্দবাণ-৪০৩

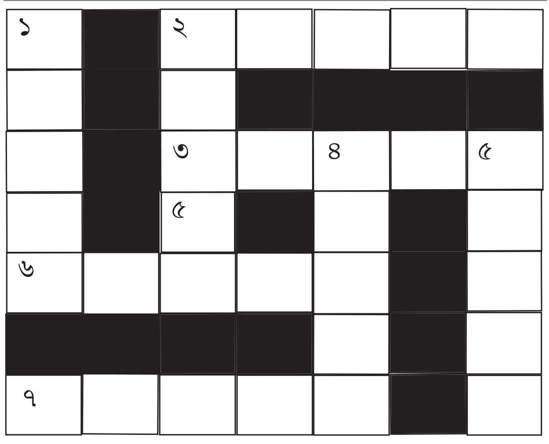

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২.অপরাধ করেছে এমন, অপরাধী ৩. দামোদরব্রত ৬. যথাসময় ৭. হুঁশিয়ার, সাবধান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পানকৌড়ি ২. সাফল্য সম্পর্কে সংশয়হীন ৪. সপ্তাহের তৃতীয় দিন ৫. বার্ষিক।

সমাধান: শব্দবাণ-৪০২

পাশাপাশি: ১. বিবাহ ২. তাঞ্চোই ৫. শারদা ৮. গাওয়া ৯. আগামী।

উপর-নীচ: ১. বিদল ৩. ইন্দিরা ৪. নিরগ্নি ৬. জায়গা ৭. সপ্তমী।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষভ পন্থ

১৯৭৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোহা আলি খানের জন্মদিন*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পাওলি দামের জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋষভ পন্থের জন্মদিন।*

শুভবিজয়ার সেকাল-একাল

সঞ্জয়কুমার দাস

সেকাল-একালের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। এবং একালে সেকালিকরা অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। স্বভাবতই অনভিজ্ঞ একালিকদের তুলনায় যুগবৈশিষ্ট্যের পসরা সাজিয়ে উপস্থাপনে সেকালিকরা অবিকল্প। উভয়পক্ষেই যে ব্যতিক্রম ঘটে না, তেমন নয়। যাঁরা সমাজ-সাহিত্য-বিজ্ঞানের অঙ্গনে সনাতনী ধারা লঙ্ঘন করে নবনির্মিত পথে অগ্রসর হন, একার্থে তাঁরা একালিক হয়েও অভিজ্ঞ। এমন অভিজ্ঞদের অবশ্য সাধ্যাতীত কাঠখড় মজুত রাখতে হয় আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠায়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও কিংবা মেঘনাদ সাহা প্রমুখের নাম সে তালিকায় নক্ষত্র স্বরূপ। তথাপি সেকাল-একালের দ্বন্দ্বে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তেই সেকাল জয়ের শিরোপা ধারণ করে। অবশ্য এ দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাইরে রাখাই শ্রেয়। কেননা সেকালিক হয়েও তিনি বলতে পেরেছেন, 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকাল-একালের কালোত্তীর্ণ চিরকালীন ব্যক্তিত্ব। আত্মচরিত রচনা যেমন নিরপেক্ষ হওয়া দুষ্কর, সেকাল-একালের আলোচনাও ঠিক তেমন। সেকাল-একালের বিতণ্ডায় সেকালের পাল্লায় ঈষৎ ঝুঁকে পড়ার স্বভাবদোষকে পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই গ্রহণ করবেন, আশা রাখি।

যা সেকালের তা অমূল্য, আর যা একালের তা অ-মূল্য ; এমন অন্ধবিশ্বাস মনের গহীনে জমিয়ে রাখলেই মুশকিল। এই যেমন ধরুন শুভবিজয়ার কথা। এই প্রজন্ম বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাদু-ঠাম্মিদের শুভবিজয়ার প্রণাম সারে না বলে কতই না আফসোস। গেল গেল রব! কিংবা শুভবিজয়ার প্রণাম জানিয়ে কোনো চিঠিপত্র হাতে ডাকহরকরা বাড়ির দরজা খটখটায় না বলে, গালমন্দ করার বাতিকগ্রস্ত সেকালিকের সংখ্যা নগন্য নয়। কিন্তু এজন্য কি একালিকদের গুরুদোষে দুষ্ট করা যায়? কেননা; সেকালের ন্যায় অবসর যাপনের অদৃষ্ট একালিকদের নেই। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ঘুরতে যাওয়া একালিকদের ভালে নেই। তাছাড়া এমন কিছু কর্মক্ষেত্র আছে, যেখানে নিয়মমাফিক ছুটি মঞ্জুর হয়না। স্বভাবতই সময়ের দর কচাকচিতে সেসব আর হয়ে ওঠে না। আর রইল বাকি চিঠিপত্র। তা হয় বইকি। বরং এটি হয় সেকালের তুলনায় অসংখ্য গুণ বেশি হারে। তবে সত্যিই পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে কলম হাতে পত্র লেখার পাট, এখন বিশবাঁও জলে। বরং প্রযুক্তির সৌজন্যে সেপর্বের দখল নিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ, ম্যাসেঞ্জার, টেলিগ্রাম, ইমেইল। এবং একালিকদের এমাধ্যমে শুভবিজয়ার প্রণাম জানানোর কৌশলটি সেকালের পত্র প্রেরণের তুলনায় লক্ষগুণ ভালো। কেননা এটি প্রেরক ও প্রাপকের অমূল্য সময় বা অর্থের ব্যয়সংকোচ করে। প্রত্যুত্তরের জন্যে বিরহিণী রাধার ন্যায় পাগলপারা হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

ছেলেবেলা কেটেছে প্রত্যন্ত গ্রামে। যেগ্রামে সেকাল তো বটেই, একালেও লাগে না শারদোৎসবের প্রত্যক্ষ আঁচ। পূর্বপার্শ্বস্থ হাজারপুর গ্রামেই হয় দুর্গাপূজা। এবছর সে পূজা ১৩৬ বছরে পদার্পণ করেছে। শতাব্দী প্রাচীন পুজোপ্রাঙ্গণই ছিল আমাদের শৈশবের উৎকর্ষ ভূমি। রেডিমেড পোশাক বা হালের শপিংমল তখন লাগামছাড়া বিস্তারলাভ করেনি। দর্জির কড়া নাড়াই ছিল ভবিতব্য। আর শুভবিজয়া ছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি। মোয়া, নাড়ু, বোঁদে আর চরণ স্পর্শি প্রণাম ছিল বিজয়ার আলেখ্য। তবে বেশকিছুদিন আগে, বলা ভালো জিতিয়া (জিতষ্টমী) থেকেই মা-ঠাম্মিরা মুড়ি, চিড়ে, নারকেল, তিল, চিনি, গুড় নিয়ে বসে পড়তেন। বাড়ির ছোটদেরও হাত লাগাতে হয়েছে নারকেল কোড়াতে। বম্মা (মায়ের দিদিমা) নারকেল কোড়া থেকে দুধ বের করে দিয়েছেন (কোকোনাট মিল্ক)। বস্তুটির স্বাদ যে কী অপূর্ব, তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা চেখে দেখেছেন।

ব্যক্তি পরিসর ছেড়ে আমবাঙালির উঠোনে দাঁড়ালেও দেখা যায় একই দৃশ্য। ছোটদের হাত তো বটে, পকেটে পকেটে ভর্তি মোয়া আর নাড়ু। কতকগুলো চিনির, কতকগুলো গুড়ের। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি বিজয়া দশমীর প্রণাম সাড়া। চুপি চুপি বলি, মোয়া-নাড়ু ছাড়াও নগদ লক্ষ্মীলাভও ঘটত কদাচ। অবশ্য বিজয়ার প্রণাম পর্বটি চলত বেশকিছুদিন। আর একটি কথা না বললেই নয়। ২০২১ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক দুর্গাপূজা ঐতিহ্যের স্বীকৃতি প্রাপ্ত। পাবেই বা না কেন? জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ উৎসব সবার। সাম্প্রতিক কালে একটি বাক্য মুখে মুখে ফেরে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। এ এক অমৃতবাণী। কিন্তু এ বাণী যতটা না সামাজিক, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক। সেকারণেই ধর্মীয় আচার পালনে প্রশাসনিক বা আইনী সহায়তায় নির্ভর করতে হচ্ছে। অথচ সেকালে বেড়ে উঠেছি এমন গ্রামে, যেখানে চারিদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের সংখ্যাধিক্যতা। বিশেষত জোলা সম্প্রদায়ের। যাদের প্রধান জীবিকা ছিল তাঁত বোনা। স্বভাবতই বিজয়াদশমীর ঊষালগ্নেই বাড়ির দরজায় জমত গামছা-আলতা-সিঁদুর। সবমিলিয়ে প্রায় খানত্রিশেক। কে কোনটি দিয়েছে, দেখে ঠাহর করবার উপায় নেই। কিন্তু কেন? আসলে বিজয়াদশমীর প্রাপ্তির আশাতেই। যাঁরা অন্ধকার থাকতেই বাড়ির দরজায় রেখে দিয়ে গেছেন গামছা, তাঁরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী জোলা সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁরা বিকেল নাগাদ এসে মূল্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। শুধু আবদার থাকত মেলা দেখার সামান্য বেশি অর্থপ্রাপ্তির। আলতা-সিঁদুর অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই দিয়ে যেতেন, সামান্য অতিরিক্ত লক্ষ্মীলাভের আশায়। শুধু কি অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তি? না, একটা বিশ্বাসও ছিল সকলের যে, বিজয়াদশমীর স্যাত (দিনের প্রথম বিক্রি) ভালো হলে সারাবছর ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা আশাপ্রদ হবে। আমাদের বিজয়াদশমী শুরু হতো ঠিক এভাবেই। উভয় সম্প্রদায়ের জনা পঞ্চাশেক মানুষ বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। এখন যা ভাবতেও অবাক লাগে। অবশ্য প্রণামের সংস্কার সনাতনী। এভাবেই কাটত বিজয়াদশমীর বেলা। গ্রামের পুজো, তাই বিজয়াতেই বিসর্জনের বাধ্যবাধকতা ছিল না। মন খারাপের কোনও প্রশ্নই নেই। হৈ-হুল্লোড় করা দশমীর বিজয়োল্লাসে শৈশবের ভেসে যাওয়া দিনগুলি আজ স্মৃতির পাহাড়ে অবরুদ্ধ।

আমরা সেকেলে, অর্থাৎ যাকিছু ভালো, সবই অতীতের ; এমন নয়। সত্যি বলতে আমাদের সময়েও পত্রপাঠ প্রণাম প্রেরণের রেওয়াজ ছিল না, সবটাই ছিল শারীরিক। কোথাও যে ছিল না, এমন বলার ধৃষ্টতা নেই। তাই ও নিয়ে হা-হুতাশের কিছু নেই। আর একাল তো পত্রপাঠ প্রণাম প্রেরণে ওস্তাদ। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রণামের বন্যা বইয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। যাঁরা সেকালে পত্র মারফত প্রণাম আদান-প্রদান করেছেন, বর্তমান মাধ্যমে প্রণাম প্রেরণকেও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন বলেই বিশ্বাস। কিন্তু সমস্যাটি অন্যখানে। ঠিক কোথায়?

প্রণাম প্রেরণের সময়ে? বর্তমান যুগ, বার্তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যুগ (Massage Forward)। যাকিছু চলভাষের দৃশ্যপটে ভাসমান, যাচাই না করেই তা অন্যত্র প্রেরণের শশব্যস্ততায় ডুবে থাকা যুগ। তাই কার বার্তা আগে এলো, কতবার ফরোয়ার্ড হলো, সে প্রতিযোগিতায় অগ্রিম শুভেচ্ছা বা প্রণাম প্রেরণের লহর ওঠে। কোনো কোনো ঘটনা বা প্রাপ্তিতে অগ্রিম জানানো যেতেই পারে। তাই বলে বিজয়ারও। বিজয়াদশমী নিয়ে নানান কিংবদন্তি বর্তমান। অবশ্য কোনো কোনো কিংবদন্তিতে আছে ইতিহাসের সাক্ষ্য, কোনোটিতে শাস্ত্রীয় উল্লেখ।

প্রথমটি পৌরাণিক। সুরাসুরের যুদ্ধে দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুরের বধই উপজীব্য। পুরাণ মতে নয়দিন নয়রাত্রি যুদ্ধশেষে দশমদিনে বিজয় স্মরণার্থেই বিজয়া দশমী। আবার মহাকাব্য রামায়ণের দৃষ্টিতে সীতাহরণ অপরাধে সংঘটিত রাম-রাবণ যুদ্ধেও রাম আশ্বিন মাসের শুক্লদশমীতেই বিজয়ী হন। সে অর্থেও বিজয়াদশমী। মূলত এদুই মতই সর্বজনগ্রাহ্য। তবে অপর মহাকাব্য মহাভারতেও পঞ্চপাণ্ডব আশ্বিন মাসের শুক্লদশমীর দিনে বনবাসোত্তর পর্ব শেষে আত্মপরিচয় প্রকাশ করে। সে অর্থেও এই দিন বিজয়াদশমী। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিতে দশদিন ব্যাপী উৎসবের জন্যই তা বিজয়াদশমী। তাছাড়া এই শুক্লদশমীতেই রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সব মতামতেই বিজয়ের সোল্লাস। স্বভাবতই 'বিজয়া' বিজয়েরই অংশজাত। তবে বিজয় আনন্দের হলেও কখনও কখনও তা রচিত হয় শোকাবহ ইতিহাসের পরাকাষ্ঠায়। এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই। তাই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা লাভের দিনটিকে যদি 'হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে' হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তবে বিজয়াদশমীকেও শুভ বিজয়া বলতে বাঁধা কোথায়?

কিন্তু কেউ যদি প্রয়াণ দিবসকেও শুভ আখ্যা দেন, তাহলেই মুশকিল। শুভবিজয়ার ক্ষেত্রেও কি তেমনটা অনুসৃত। এমন একটা ধারণার মূলে থাকতে পারে শাক্তপদাবলী। এই পদাবলীর অন্তর্গত 'আগমনী' গানে যেমন ঝরে পড়ে আনন্দের রোশনাই, 'বিজয়া'র গানে তেমনই বিষাদের করুণ রাগ। কিন্তু সে বিষাদেও আছে সুখের হাতছানি। বাৎসল্য প্রেমে মাতোয়ারা মেনোকার আর্তিই 'বিজয়া'কে বিশেষিত করেছে। কিন্তু সে তো বিবাহ পরবর্তীকালে কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। এই তো সময়ের অনুবর্তীতা। তথাপি বিবাহকে 'শুভ' বলতে কারও আপত্তি নেই। বিজয়াদশমীকে 'শুভবিজয়া' বলতেও আপত্তি থাকার কথা নয়। তদুপরি মান্যরীতিটি এই যে, শাস্ত্রীয় আচারে বিসর্জনের পরই বিজয়াদশমী পালনের কথা। বর্তমানের পুরাণ বিশেষজ্ঞ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী একত্রে লিখেছেন, 'দুর্গাপূজার দশমীতে যখন সেই আদিম জল-দর্পণে মহাদেবীর প্রতিমাচ্ছবি ভেসে ওঠে, পুরোহিত মন্ত্র পড়তে থাকেন ''গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি'' ;-পরমা দেবী আমার! তুমি নিজের জায়গায় যাও এখন। বছর গেলে তুমি আবার এসো এখানে আমার ঘরে ;- পুনরাগমনায়চ। এই যে দেবী নিজের জায়গায় যাবেন, সেই নিজের স্থানটুকু নির্দেশ করা হয় দর্পণে ; যেখানে দেবীর মৃন্ময়ী সত্তা চিন্ময়ীতে মিলিয়ে যাবে।'

এবারে একটু পিছোতে হবে মহালয়া তিথিতে। যেদিন আকাশবাণী প্রচারিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে ধ্বণিত শ্লোকাবলি সূত্রে জানা যায় আনন্দিতা শ্যামলীমাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃণ্ময়ীতে আবাহনের গল্পগাথা। অর্থাৎ পুজোর কয়েকটি দিন দেবী দুর্গা মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। তিনি মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ীতে পূজিত। পুজোর শেষে তথা দর্পণ বিসর্জনে তিনি চিন্ময়ী থেকে পুনরায় মৃন্ময়ী রূপে মর্ত্যলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোকে পাড়ি জমান। সেদিক থেকে দর্পণ বিসর্জন না হলে বিজয়াদশমী বা শুভবিজয়ার শুভেচ্ছা বিতরণ বা প্রণাম নিবেদন থেকে বিরত থাকায় শ্রেয়। অথচ সকাল থেকেই, কেউ কেউ তো আগের দিন রাত্রি থেকেই শুভবিজয়ার শুভেচ্ছা বিতরণ করছেন। পাছে অন্যদের শুভেচ্ছা বার্তার ঢেউয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে।

এখানেই সেকাল-একালের চর্চায় ইতি টানা যেত। কিন্তু শেষ করতে চাই স্মিতের প্রবাহেই। তাই সকলকে অনুরোধ শুভবিজয়ার শুভেচ্ছা জানাবেন জানান, তবে নাড়ু-মোয়া-রসগোল্লার ছবি পাঠাবেন না। ওটা ঘরেই রাখুন, একদিন না হয়, আপনার ডাইনিংএ মুখোমুখি বসেই, আরকি!

আগের মতো আজ আর বিজয়ার চিঠি আসে না

নির্মল বিশ্বাস

'চিঠি'। এই শব্দটি রূপকথা জগতের দুটি চির পরিচিত অক্ষর। এই দুটি অক্ষর আজ মৃত। বহুদিন কোনও চিঠি আসে না, আবার যায়ও না। এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। কারণ, পোস্ট-অফিস এখনও আছে। আমাদের সকলের জানা — ডাক ব্যবস্থা এখনও চালু আছে। যিনি চিঠি পৌঁছে দেন সেই পোস্টম্যান বা 'ডাকপিওন' বাবুটির দেখা মেলে না। আজ 'ডাকঘর' হচ্ছে ব্যাঙ্কের ছোট ভাই অর্থাৎ 'মিনি ব্যাঙ্ক'। এক কথায় টাকা লেনদেনের অফিস। এই অফিসের বড়কর্তা হচ্ছেন পোস্টমাস্টার। পোস্ট-অফিসে 'পোস্টকার্ড', 'খাম', 'ডাক টিকিট' ও 'ইনল্যান্ড লেটার' ছোট কাঠের বাক্সে লুকনো থাকে। 'পোস্টকার্ড' চাইলেই পোস্টমাস্টার বাবুটি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবেন আপনার মুখের দিকে। ওর মুখের দিকে লক্ষ্ য করলে মনে হবে — এই 'পোস্টকার্ড' শব্দটি উঁনি এই প্রথম শুনছেন। পোস্টমাস্টারের আবার প্রশ্ন, কিছু চাইছেন? অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার বলবেন, ও 'পোস্টকার্ড'? টিভিতে পাঠাবেন। অডিশন দেবেন ? না কমপিটিশন? এমন হাজারো প্রশ্ন। এক প্রকার ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আবার যদি কোনও ভদ্রলোক ইনল্যান্ড লেটার চাইলেই আর দেখতে হবে না — বুদ্ধিমান কর্মীটি হেসে বলবেন, 'আপনি কি ইংল্ যান্ড লেটারের কথা বলছেন?' এমন ঠাট্টা-তামাসা যা কিনা ইয়ার্কির পর্যায়ে পড়ে। এসব কথা শুনতে শুনতে আমরা অনেকটা অভ য্স্ত হয়ে উঠেছি। আজ আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না। পোস্টমাস্টার সাহেব তো ইনল্ যান্ড লেটারকে 'ইংল্যান্ড লেটার বানিয়ে দিলেন। বুদ্ধিমান পোস্টমাস্টার মোটা মাইনের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী। তাই খুশিতে একটু ইয়ার্কি করলেন।

আমার আজ চিঠির কথা মনে পড়তেই — ছেলেবেলায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বড়দের চিঠি পড়তাম। সে সব চিঠিতে লেখা থাকত — 'টেলিগ্রাম মনে করিয়া শিঘ্রই বাড়িতে আসিবে।' সেসব চিঠি মা লিখতেন বাবাকে আবার বৌদি লিখতেন দাদাকে। সেদিন এই ভাষাতেই বড়রা চিঠি লিখতেন। তখন আমরা খুবই ছোট। ছোট বয়সে অতশত বুঝতাম না। বোধহয় এ এক রহস্য।

আজও চিঠি লিখি। চিঠি লেখা যে আমার বহু দিনের অভ্যাস। আর চিঠি হাতে পাওয়া মানে, পরম পাওয়া। আমার মনের ভেতর অনেক দুঃখ জমে আছে। শুনবেশ ? বেশ। শুনুন তাহলে — আজ কেন জানি না বিজয়ার চিঠি আসে না। আগে আমার কাছে অনেক রংবেরঙের চিঠি আসত। সেসব চিঠি গুছিয়ে রাখতাম। গত ২০০০ সালের বন্যায় সব খোওয়া গিয়েছে।

আমার সেই ছেলেবেলার কথায় আসা যাক। তখন কতই বা বয়স! সেদিনের সেসব স্মৃতি আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। মা দুর্গা বিসর্জনের পর বাড়ি ফেরা। তখন আমাদের বাড়িতে বিজলি বাতি ছিল না। সূর্যাস্তের পরই গ্রামের প্রত্যকে বাড়িতে হ্যারিকেনের আলো জ্বলত। এবার গুরুজনদের প্রণাম করার পালা। মাকে প্রণাম করার পর বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা বুকের মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। আমার ছোট কপালে স্নেহচুম্বন এঁকে দিতেন। বাবা এবং মা আজ কেউই নেই তবে সেদিনের বাবার আলিঙ্গনটুকুতে স্বর্গীয় উষ্ণতা ছিল তা আজও আমি অনুভব করি।

প্রণাম পর্বের পর শুরু হত 'বিজয়ার চিঠি' লেখার পর্ব। চিঠি লেখাটা আমাদের পারিবারিক প্রথা। যা কিনা বাবা শিখিয়েছেন। তাই দূরের গুরুজনদের বিজয়ার প্রণাম জানানোর জন্ য চিঠি লিখতে বসতাম। দাদু, দিদিমা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, মামা, মাসি, পিসিদের চিঠিতে বিজয়ার প্রণাম জানাতাম। তেমনই আবার গুরুজনেরা আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখতেন। সেসব চিঠি দীপাবলীর আগেই বাড়িতে চলে আসত।

ছেলেবেলায় দেখেছি, একটা চিঠি আসা মানেই একটা উৎসব। একটা চিঠির অনেক পাঠক। প্রথমে বড়রা, তারপর ছোটরা — সে চিঠি এ হাত থেকে সে হাতে ঘোরাফেরা করত। ডাকঘর বা পোস্ট-অপিস থেকে পোস্টমম্যান চিঠি বিলি করতে বাড়িতে এলেই একটা হইচই পড়ে যেত। বাড়ির পুরুষেরা চিৎকার করে বলতেন, কই, কে আছ — বাড়িতে পিওনদা এসছেন। ওঁকে বসতে দাও। আবার কেউ কেউ ভদ্রভাষায় বলতেন, 'পোস্টম্যান সাহেব'। বাড়িতে লেখাপড়া কম জানা বা না জানা লোক থাকলে — চিঠি পড়ে শোনাতেন পোস্টম্যান বাবুটি। কখনও পোস্টম্যান বাবুটি আলাদা যত্নও পেতেন।

সে সময় পোস্টম্যানের নির্দিষ্ট পোশাক ছিল। হাজার মানুষের ভিড়ে তাঁকে চিনে নিতে কোনও কষ্ট হত না। ছেলেবেলায় হাটবারে বিকেলবেলা গ্রামের হাটে পোস্টম্যানকে চিঠি বিলি করতে দেখেছি। তেমন দেখেছি গ্রামের মানুষ চাতক পাখির মত পোস্টম্যানকে ঘিরে চিঠির খোঁজ-খবর নিতেন। যথা সময়ে চিঠি বিলির জন্ য অনেক পোস্টম্যানকে ধন্যবাদ দিতেন। তাঁদের মিষ্টি ব্যবহারে সকলেই খুশি হতেন।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে পারস্যে প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল বলে ইতিহাস থেকে জানতে পারি। আর ভারতে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয়েছিল মেদিনীপুরের খেঁজুরি বন্দরে। তখন সময়টা ছিল ১৭৭২ সাল। আর প্রথম ডাকটিকিট তৈরি করা হয়েছিল রানি ভিক্টোরিয়ার স্মারক মডেল থেকে। এই চিঠিই ছিল একসময় মানুষের মনের কথা আদান-প্রদানের মাধ ্যম। অবশ্য তখন পিয়নদের আলাদা মর্যাদাও ছিল।

তবে চিঠি কে কবে কাকে প্রথম লিখেছেন তার কোনও তথ্য প্রমাণ্য দলিল আজও পাওয়া যায়নি। তবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি মানুষ তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করতেন। সেই সূত্রে আবিষ্কার হয় ভাষা ও অক্ষর। আর এই অক্ষরের হাত ধরে মানুষের প্রতিনিধি হয়ে দূরের স্বজনের কাছে চিঠির মাধ্যমে পৌঁছে যায় মনের বার্তা। এর থেকেই এই পরমাশ্চার্য মাধ্যমই চিঠির জন্ম হল।

চিঠির প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন — 'যাঁরা ভালো চিঠি লেখেন, তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখেন। আলাপ করে যায় — তার কোনও ভার নেই। বেগ নেই, স্রোত আছে। এইসব চলতি ঘটনার পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই। তাহলে কথাগুলো পতঙ্গের মত হালকা পাখা মেলে হাওয়ার ওপর দিয়ে নেচে যায়।' কবিগুরু নিজেই সাত হাজারেরও বেশি চিঠি লিখেছেন। সেসব মুদ্রিত চিঠি (মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী)। সেই চিঠির গভীর অরণ্যে একবার প্রবেশ করলেই হারিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই।

আবার 'পথের পাঁচালী'-র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরই অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'-তে লিখেছেন 'অপু লেটারবক্স সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ টেনশনে ভুগত। চিঠি ফেলবে কি ফেলবে না ভাবত ভাবতে সময় কেটে যেত। অপু ভাবত সব চিঠিই অসম্পূর্ণ। হয়ত আরও কিছু লেখা বাকি ছিল।'

আবার এমনও কিছু চিঠি আছে যা কোনদিনও ডাকবাক্স বা ডাকঘরে পৌঁছায় না। সে সব চিঠি কলকাতা শহরের বড় বড় বাড়ির এ ছাদ থেকে অন্য ছাদে ক্ষেপণাশাস্ত্রের মত ছুড়ে পৌঁছে দেওয়া হত।

সেসব নাকি গোপন প্রেমপত্র। আবার কিছু চিঠি পাঠ্য বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে হাত বদল হয়ে পৌঁছে যেত প্রাপকের হাতে। একেও বলে প্রেমপত্র।

আবার স্কুল জীবনে অনেককে দেখেছি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমপত্র লিখতে। এসব চিঠি বা প্রেমপত্র একদম নতুন স্টাইলে লেখা চিঠি। সে সব চিঠি লেখা হত 'বাংলা সিনেমার' নাম ব্যবহার করে। যেমন — আজ 'অভয়ের বিয়ে'তে 'ইন্দ্রানী' তুমি নিশ্চয়ই আসবে। আমি যথা সময়ে আসাব কথা ছিল। কিন্তু 'পথে হল দেরী' ইত্যাদি। স্কুল জীবনে আমরা এই চিঠিগুলিকে 'প্রেমপত্র' বলে মনে করতাম। তবে এখনও বাংলা ব্ যাকরণ বইয়ে 'পত্র লিখন' বিভাগটি এখনও জ্বলজ্বল করছে। অথচ আজ কিন্তু কোনও বিদ্যালয়ে চিঠি লেখা শেখানো হয় না।

বহুদিন ধরেই আমরা লক্ষ্য করছি — শহরের 'লেটারবক্স' আজ মৃত। যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল, তাও আজ কলকাতা ফেরিওয়ালাদের দখলে চলে গেছে। তাঁরাই সেগুলিকে জামা, ফ্রগ, নাইটি ইত্যাদি রাখার হ্যাঙ্গার পরিণত করেছে।

আমরা দেখেছি 'চিঠি' নিয়ে বাংলা ও হিন্দি গানের জগতের বিখ্যাত সংগীত শিল্পীরা গান গেয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। আবার কিছু কিছু সংগীত শিল্পী বিশেষ জায়গা দখল করে আছেন। বিশেষ করে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত 'রাণার' কবিতাটি গানে রূপ দিয়ে বাংলার এক প্রখ্ যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুর ও কণ্ঠ দিয়ে কবি সুকান্তকে অমর করে রেখেছেন। তেমনই বাংলা চলচ্চিত্রের আর এক প্রখ্যাত অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডাকহরকরা' বাংলা ছবিতে অভিনয় করে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর অভিনয় কখনই ভুলে যাবার নয়। নবাবী যুগে নাকি 'চিঠি' বা 'সংবাদ' কবুতর-(পায়রা)-এর ঠোঁটে পৌঁছে যেত, কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে দিত, আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্লেন ও ট্রেনে ও জাহাজে চিঠি পৌঁছেছে একসময়ে। এখন ডাক পরিসেবা একপ্রকার নেই বললেই চলে। সে সব 'চিঠি' এখন কুরিয়ারে যায় এবং অতি দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। এমনও হাজার নজিরও আছে। কেন এবং কি করণে মানুষ এই ডাক-বিভাগের ওপর ভরসা করবে?

তথ্যসূত্র:
পবিত্র সরকার, গৌতমকুমার দে, রূপেন্দু দাস-এর 'চিঠি' ও 'ডাক বিভাগ' সংক্রান্ত লেখা থেকে সাহায্ য নেওয়া হয়েছে।

আনন্দকথা

'যা, এখন সংসার করগে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।" ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গাইতেছেন ঃ

আমি ওই খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরিঃ
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি!
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ-সব তোমারি চাতুরী।।
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি।।
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী।।
প্রসাদ বলে, মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি।।

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। 'প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।"
(কর্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা — সংসার ও নিষ্কামকর্ম)

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোরা রসে-বসে বেশ আছ। সা-রে-গা-মা-তে! (সকলের হাস্য) তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জানো? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো: কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই;তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে — এ তো বেশ (সকলের হাস্য) *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জলবন্দি ভেদুয়াসোল, রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দশমীর দিন থেকে জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলছেই। দক্ষিণ বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমায় বৃহস্পতিবার রাতের এবং শুক্রবার সকালের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ইন্দপুর ব্লকের ভেদুয়াসোল গ্রাম। হঠাৎ বৃষ্টির জেরে একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে যায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামের পাশে উঁচু রাস্তার মাঝখান দিয়ে যে নিকাশি পাইপ রয়েছে, তা অতি ছোট এবং দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন। সামান্য বৃষ্টির জলও সেই সরু পাইপ দিয়ে বের হতে পারে না। ফলে গোটা গ্রাম কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা বহুবার বড় কালভার্টের দাবি জানালেও প্রশাসনের কোনও সদুত্তর পাননি তাঁরা। ফলত, অল্প বৃষ্টিতেই বানভাসি হয়ে পড়ছে গ্রাম। শুক্রবার ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা প্রশাসনের গাফিলতির প্রতিবাদে বাঁকুড়া-খাতড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে নামে। এসময় বিশেষ করে গ্রামের মহিলারা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীদের সামনে তীব্র বিক্ষোভ দেখান। রাস্তা অবরোধের কারণে দীর্ঘক্ষণ যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে পুলিশ এসে অবরোধ তুলতে গেলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলেও স্থানীয়রা স্পষ্ট জানিয়েছেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান ছাড়া আন্দোলন থামানো হবে না।

প্রশ্ন উঠছে, একটি বড় নিকাশি কালভার্ট তৈরি করতে এত বছর কেন উদাসীন রইল প্রশাসন? সামান্য বৃষ্টিতেই যদি গোটা গ্রাম প্লাবিত হয়, তবে বর্ষাকালে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

নার্সিংহোম থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী প্রসূতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নার্সিংহোমের দোতলা ভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী এক প্রসূতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার কালদিঘি এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই প্রসূতির নাম মামনি মহন্ত (দে)। বছর কয়েক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের স্ট্যালিন কলোনি এলাকার বাসিন্দা বলরাম দে'র সঙ্গে। গত রবিবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গঙ্গারামপুর শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মামনি নামে ওই মহিলাকে ভর্তি করা হয় তাঁর পরিবারের তরফে। সোমবার তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত থেকেই শারীরিক অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে নার্সিংহোমের শৌচালয় থেকে বেরিয়ে নার্সিংহোমের দোতলা ভবন থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন মামনি। এদিকে বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের পর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। এদিকে এই ঘটনায় মৃতার পরিবারের তরফে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও মৃতার পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এবিষয়ে মৃতের স্বামী বলরাম দে জানান, 'সন্তান প্রসবের পর স্ত্রী সুস্থ থাকলেও, গতকাল রাত থেকে আমার স্ত্রী শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থতা বোধ করেন। বিষয়টি নিয়ে নার্সিং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে, বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে বলেই আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু আজ সকালে দোতলা ভবন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে আমার স্ত্রী। নিরাপত্তার অভাবেই এমন ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ - ২ শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ - ২ শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩২,৭১,৩৯৮.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ একাত্তর হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **শ্রী সুভাষ প্রসাদ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত কৃষ্ট প্রসাদ **এবং শ্রীমতী মধুবালা প্রসাদ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী সুভাষ প্রসাদ, ১৯৩এ/১৬, পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. শ্রী সুভাষ প্রসাদ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত কৃষ্ট প্রসাদ, ১৯৩এ/১৬,পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজলা, কলকাতা- ৭০০০৩৯। **২. শ্রীমতি মধুবালা প্রসাদ (সহ ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী সুভাষ প্রসাদ, ১৯৩এ/১৬,পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজলা, কলকাতা- ৭০০০৩৯। **খ) টালিগঞ্জ-২ শাখা।**	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, ভবনের নাম এসএস রেসিডেন্সি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯৩এ/১৬,পিকনিক গার্ডেন রোড, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা : কসবা, কলকাতা ৭০০০৩৯, পরিমাপ আনুমানিক ৮৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, সম্পত্তি সুভাষ প্রসাদের নামে। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি :** উত্তরে ১৯৩এন, পিকনিক গার্ডেন রোড, দক্ষিণে : ১৬ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১৯৩এ/১০, পিকনিক গার্ডেন রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	**৩২,৭১,৩৯৮.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ একাত্তর হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৭,৫৪,০০০.০০ টাকা (*) (সাঁয়ত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা) খ) ৩,৭৫,৪০০.০০ টাকা (তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30302712832 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.১০.২০২৫ থেকে ০৬.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৬.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") IN COMPLIANCE WITH THE CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

(Please scan this QR Code to view the Draft Red Herring Prospectus)

JAIN INTERNATIONAL POWER LIMITED

Corporate Identification Number: U31909WB2022PLC253094

Our Company was originally incorporated as Public Limited, under the Companies Act, 2013 ("Companies Act") in the name and style of "Jain International Power Limited" on April 18, 2022 under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies Central Registration Centre with an object to acquire and takeover the existing proprietorship business of a sole proprietorship as going concern carried by Mr. Prakash Kumar Jain in the name and style as 'M/s. Jain International'. As on date of this Draft Red Herring Prospectus the Corporate Identification Number of our Company is U31909WB2022PLC253094. For further details, please refer to section titled ***"Our History and Certain Other Corporate Matters"*** beginning on page 148 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: Room No. 17/B, 2nd Floor 24, N.S. Road, Kolkata, West Bengal, India, 700001.
Corporate Office: 2nd Floor, 4E Prafulla Sarkar Street, Hindustan Building, Kolkata, West Bengal, India, 700072
Contact Person: Mrs. Juhi Gupta. **Email Id:** cs@jainint.com **Tel No:** +91-7278557437 **Website:** www.jainint.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. PRAKASH KUMAR JAIN, MR. PARVEEN K JAIN, MRS. CHANDAN JAIN, MRS. GARIMA JAIN, MS. LABDHI JAIN AND MS. VANSHIKA JAIN

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME").

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF JAIN INTERNATIONAL POWER LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 7000.00 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % AND [•] % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND [•] EDITION OF [•], A KOLKATA REGIONAL NEWSPAPER (REGIONAL LANGUAGE OF KOLKATA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein [not more than 50 % of the Net Issue) shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 241 of this Draft Red Herring Prospectus.

This Public Announcement is being made in compliance with the Regulation 247 of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification dated March 03, 2025 and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations on SME companies to inform public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt requisite approvals, market conditions and other conditions, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the offer and DRHP dated September 30, 2025 which has been filed with the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME").

Pursuant to SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification dated March 03, 2025 the Draft Red Herring Prospectus filed with the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") shall be made available for the public comments, if any, for the period of at least 21 days from the date of such filing and hosting the same on the website of the BSE SME at www.bsesme.com, Website of the Issuer at www.jainint.com and on the website of BRLM i.e. Share India Capital Services Private Limited at www.shareindia.com. Our company invites the public to give their comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"), with respect to the disclosers made in the Draft Red Herring Prospectus. The members of the public are requested to send the copies of their comments to SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") and/or Company Secretary and the Compliance Officer of the Issuer and/or BRLM at their respective address mentioned above and the same should reach on or before 5:00 P.M. on the 21st day from the aforesaid date of filing of Draft Red Herring Prospectus with SME Platform of BSE Limited ("BSE SME").

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the Issue including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of investors is invited to the section titled ***"Risk factors"*** beginning on page 26 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any investment decision may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with RoC and must be based soley on the basis of such RHP, as there may be material changes in the RHP from the DRHP. Equity Shares, when offered through RHP are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"). For details of share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of the Association and number of Equity Shares subscribed by them, see ***"Capital Structure"*** beginning on page 62 of the Draft Red Herring Prospectus. The Liability of the members of our company is limited.

For details of the main objects of the issuer as contained in the Memorandum of the Association, see ***"Our History and Certain Corporate Matters"*** beginning on page 148 of the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Share India Capital Services Private Limited **Address:** A-25, Basement, Sector-64, Gautam Buddha Nagar, Noida – 201301, Uttar Pradesh, India **Tel No.:** +91-120-6483000 **Fax No.:** N.A. **Email:** kunal.bansal@shareindia.co.in **Investor Grievance Email:** mb@shareindia.com **Website:** www.shareindia.com **Contact Person:** Mr. Kunal Bansal **SEBI Registration No.:** INM000012537 **CIN:** U65923UP2016PTC075987	**MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited)** **Address:** C-101, Embassy 247, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, India **Tel No.:** +91 8108114949 **Fax No.:** N.A. **Email:** jaininternational.smeipo@in.mpms.mufg.com **Investor Grievance Email:** jaininternational.smeipo@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Mr. Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	**Jain International Power Limited** **Company Secretary and Compliance Officer:** Mrs. Juhi Gupta **Address:** Room No. 17/B, 2nd Floor 24, N.S. Road, Kolkata, West Bengal, India, 700001 **Telephone:** +91-7278557437 **Email Id:** cs@jainint.com **Website:** www.jainint.com Investors can contact the Company secretary & Compliance Officer, Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All the capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in Draft Red Herring Prospectus.

For & On behalf of Jain International Power Limited
Sd/-
Mrs. Juhi Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Date: October 03, 2025
Place: Kolkata

Disclaimer: Jain International Power Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and considerations, to make initial public issue of Equity Shares and has filed Draft Red Herring Prospectus filed with the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") on September 30, 2025. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of BSE SME at www.bsesme.com, Issuer at www.jainint.com and on the website of BRLM i.e. Share India Capital Services Private Limited at www.shareindia.com . Any potential investor should note that the investment in the Equity Shares involves high degree of risk and for details relating to such risk kindly refer ***"Risk Factors"*** beginning on page 26 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

(This is only an advertisement for information purpose and not a prospectus announcement.
Not for Release or Distribution in the United States.)

ecoline

ECOLINE EXIM LIMITED

CIN: U51900WB2008PLC127429
Registered Office: 8, G.C. Ghosh Road, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Contact Person: Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer
Tel No: +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/;

OUR PROMOTERS: Sudarshan Saraogi, Saurabh Saraogi, Shradha Saraogi, Gunjal Saraogi, SL Commercial Private Limited

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF 54,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ECOLINE EXIM LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ 141/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 7,642.20 LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 43,40,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 6,119.40 LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 10,80,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ 1,522.80 LAKHS COMPRISING; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 352.50 LAKHS BY SUDARSHAN SARAOGI; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 352.50 LAKHS BY SAURABH SARAOGI; 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ 232.65 LAKHS BY SHRADHA SARAOGI, 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ 232.65 LAKHS BY GUNJAL SARAOGI AND 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 352.50 LAKHS BY S.L. COMMERCIAL PRIVATE LIMITED (COLLECTIVELY REFFERD AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") OUT OF WHICH 2,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 141/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 383.52 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 51,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 141/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 7,258.68 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.09% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

Investors should note that the table under heading "Shareholding pattern of the Company" in accordance with Regulation 31 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on the page no. 72 of the section titled ***"Capital Structure"*** - the Number of locked in shares for (A) Promoters & Promoter Group and Total should be read as 1,50,95,376 and as a percentage of total shares held should be read as 93.32%. respectively.

This Corrigendum should be read with Prospectus dated September 26, 2025, filed with Registrar of Companies, West Bengal, for Book built Issue of 54,20,000 Equity Shares of Ecoline Exim Limited.

On behalf of Board of Directors
Ecoline Exim Limited
Sd/-
Sonum Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: September 29, 2025

Disclaimer: *Ecoline Exim Limited has filed the Prospectus with the RoC on September 26, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: www.ecoline.net.in and shall also be available on the website of the NSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see* ***"Risk Factors"*** *beginning on page 33 of the Prospectus.*

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৫,৮৫,৫৭১.৫২ টাকা (পনের লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা এবং বাহান্ন পয়সা)** ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **শ্রীমতী সুমন জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা লাল চন্দ্র জয়সওয়াল **এবং শ্রী রাজ কুমার জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত ঘমন্ডি জয়সওয়াল, ২য় তল, ৬/ই সুরাহ সেকেন্ড লেন, ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০১০। **আরও ঠিকানা** - ২০, শক্তিকুঞ্জ, রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, মল্লিক ফটক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বিপরীতে, হাওড়া - ৭১১১০১। **এবং আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১এ, প্রেমিসেস নং ৬সি, সুরাহ সেকেন্ড লেন, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০১০ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. শ্রীমতি সুমন জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা লাল চন্দ্র জয়সওয়াল, ২য়তল, ৬/ই, সুরা সেকেন্ড লোন, ফুলবাগান, কলকাতা- ৭০০০১০, **আরও ঠিকানা :** ২০, শক্তিকুঞ্জ, রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, মল্লিক ফটক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর বিপরীতে, হাওড়া - ৭১১১০১। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১ এ, প্রেমিসেস নং ৬সি, সুরা সেকেন্ড লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা -৭০০০১০। **২. শ্রী রাজ কুমার জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা প্রয়াত ঘামান্ডি জয়সওয়াল, ২য়তল, ৬/ই, সুরা সেকেন্ড লোন, ফুলবাগান, কলকাতা- ৭০০০১০, **আরও ঠিকানা :** ২০, শক্তিকুঞ্জ, রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, মল্লিক ফটক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর বিপরীতে, হাওড়া - ৭১১১০১। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১ এ, প্রেমিসেস নং ৬সি, সুরা সেকেন্ড লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা -৭০০০১০। **খ) এসএমই ফিনান্স শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি কমবেশি ২ কাঠা ১৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬-ই, সুরা সেকেন্ড লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা -৭০০০১০, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৩৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি অ্যাসেসি নং ১১০৩৩১৮০০২১১, চৌহদ্দি : সংশ্লিষ্ট অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১এ, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে), ২য়তলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫০০ বর্গফুট , দুই বেড রুম, ২ টয়লেট,বারান্দা,ডাইনিং তথা কিচেন, সিঁড়ি সহ ফ্ল্যাট এরিয়ার মধ্যে সহ ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ঢাকা এরিয়া সিঁড়ি এবং অন্যান্য সকলের ব্যবহারের অংশ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির চাতাল আরও বিশদে প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতে।	**১৫,৮৫,৫৭১.৫২ টাকা (পনের লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা এবং বাহান্ন পয়সা)** ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২০,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (কুড়ি লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) ২,০২,৫০০.০০ টাকা (দুই লাখ দুই হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50423944389 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৬.১০.২০২৫ থেকে ০৬.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৮.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রথা মেনে ইছামতিতে বিসর্জন টাকি রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পান্তা ভাত, কচু শাক, চালতার চাটনি খাইয়ে কৈলাসের পথে মা উমা। রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে শুরু টাকির শতাব্দী প্রাচীন বিসর্জন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইছামতিতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে বিষাদের সুর।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকির উপর দিয়ে দুই বাংলার বুক চিরে বয়ে গেছে ইছামতি নদী। আর এই ইছামতি নদীতেই মূলত দুই দেশের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে দুই বাংলার মানুষ ভিড় জমান ইছামতির পাড়ে। চিরাচরিত প্রথা মেনে আজও শতাব্দী প্রাচীন টাকি রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে আসছে। যার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবারও। দশমীর সকালে মা দুর্গাকে প্রথমে বরণ করা হয় এখানে। এরপর ঠাকুর দালানে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন রাজবাড়ির মহিলারা। নিয়ম মেনে আজও টাকি রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনে কোনও যানবাহনের ব্যবহার হয় না। ২৪ বেয়ারার কাঁধে করেই ইছামতির ঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিমাকে। সেই রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য এখনও বহন করে চলেছেন রাজবাড়ির বর্তমান বংশধররা। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর ঠাকুর দালানে বসে সকলে মিলে পান্তা ভাত, কচু শাক, আলু সিদ্ধ, আলু ভাজা ও মিষ্টি খেয়ে থাকেন। প্রতিবারের মতোই পঞ্জিকা মতেই টাকি রাজবাড়ি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে ইছামতিতে।

অন্যদিকে, প্রতিমা নিরঞ্জন ঘিরে টাকির ইছামতি নদীতে সকাল থেকেই তুমুল ব্যস্ততা চখে পড়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে। চলে প্রতিবেশী দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কড়া নজরদারিও। দুর্গাপুজোর আগেই ইছামতির মাঝ বরাবর লক্ষণ রেখা টানা হয়েছে অর্থাৎ দুই বাংলার সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এইভাবেই প্রতি বছর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারিতে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। যার অন্যথা হয়নি এবছরও। প্রশাসন সূত্রে খবর, ইছামতিতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের শতাব্দী প্রাচীন রেওয়াজ। ভৌগলিক বিভাজন ভুলিয়ে দিয়ে দুই দেশের মানুষকে এক করে দেয় এই দিনটা। এই নিরঞ্জনকে ঘিরে একেবারে অন্যরকম আবেগ এবং অনুভূতি কাজ করে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মানুষের। যেহেতু বিসর্জনের সাক্ষী থাকতে বাইরে থেকেও বহু মানুষ আসেন টাকিতে। সেহেতু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় বিএসএফ এবং বিজিবি-র তরফে। তৎপর থাকেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এপারের প্রতিমা ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে এবং ওপারের প্রতিমা বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে বিসর্জন হয়ে থাকে। চিরাচরিত এই রীতি বজায় রাখতে ইছামতিতে স্পিড বোর্ডে করে সীমানা বরাবর চক্কর দেয় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। মূলত বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে ইছামতি নদী পাড়ে ভিড় জমান ভক্তরা।

পাটকাঠির আলোয় রায় পরিবারের ‘ক্ষেপী মা’র নিরঞ্জন হল কাটোয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার ঘোড়ানাশ গ্রামের রায় পরিবারের দুর্গাপুজো এলাকায় ‘ক্ষেপী মায়ের’ পুজো বলে খ্যাত। ‘ক্ষেপী মা’ নামকরণ কী করে হল, তার সঠিক ব্যাখা মেলে না। তবে গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষেপীমা খুবই জাগ্রত। মনস্কামনা পূরণের আশায় অনেকেই তার কাছে মানত করেন। গ্রাম বাসিন্দাদের মতে, রায় পরিবারের পুজো হলেও, ক্ষেপীমা এখন গ্রামের সার্বজনীন পুজো। সেই জন্য প্রতিমা বিসর্জনের সময় বাহক ঠিক করতে হয় না। মাকে কাঁধে নেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পাট কাঠির মশালের আলোয় প্রতিমা নিয়ে বাহকরা দৌড়াতে দৌড়াতে আমডাঙ্গা গ্রামের বুড়ো শিবের কাছে নিয়ে যান, তারপর বিসর্জন দিতে যান ব্রহ্মাণী নদীতে। এই রীতি চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। যাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে তারজন্য কাটোয়া থানার পুলিশ মোতায়েন ছিল।

কেতুগ্রামে প্রতিবাদে দেবীর মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিসর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের রাজুর গ্রামের দেবী দুর্গার মূর্তির গয়না চুরির প্রতিবাদে প্রতিমার মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে প্রতিমা নিরঞ্জন অনুষ্ঠিত হল। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গত অষ্টমীর রাতে মন্দির থেকে দেবীর সমস্ত গয়না চুরি যায়। যারা এই কাজ করেছে তারা এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি। তাই এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা দেবীর মুখে কালো কাপড় দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন করেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। প্রসঙ্গত, গত অষ্টমীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের অন্তর্গত রাজুর গ্রামের বড়াল বাড়ির দুর্গা মন্দিরের মায়ের মূর্তি থেকে চুরি যায় প্রতিমার সমস্ত গয়না। এছাড়াও এই গ্রামে একই রাতে মোড়ল পাড়ার দুর্গা প্রতিমার গায়ের গয়নাও চুরি যায় বলে জানা যায়। রাজুর গ্রামের বড়াল বাড়ির দুর্গা পুজো ৪৮৭ বছরের প্রাচীন বলে উল্লেখ করেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা জানান, পুরাতন প্রথা মেনে একই ভাবে পুজো হয়ে আসছে প্রতি বছর, এই বছরও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এরকম ভাবে মন্দিরের চুরি মানতে পারছে না সারা রাজুর গ্রাম। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজুর গ্রামে। বড়ালবাড়ি ও মোড়ল বাড়ির সব সদস্য-সহ সকল গ্রামবাসীরা জানান, তাঁদের ঠাকুরের কাছে একটাই প্রার্থনা, এই চুরির যেন কিনারা হয়, চোর যেন ধরা পড়ে।

গাজোলে দুর্গার গয়না চুরি, আটক ২ সিভিক-সহ সাধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দেবী দুর্গার প্রতিমার অলঙ্কার চুরির ঘটনায় এবারে নাম জড়ালো দুই সিভিক ভলান্টিয়ার ও এলাকার এক সাধুর। সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির প্রাঙ্গনে কর্তব্যরত দুই সিভিক ভলান্টিয়ার ও স্থানীয় এক সাধুকে আটক করেছে গাজোল থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার বৈরগাছি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গান্ধিমোড় সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপে। অষ্টমীর মধ্যরাতে এই চুরির ঘটনার বিষয়টি নবমী সকালে সিসি ক্যামেরায় মাধ্যমে জানতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপরে গোটা এলাকায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। গান্ধিমোড় সর্বজনীন পুজো কমিটির সম্পাদক দীপক ঘোষের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই সিভিক ভলান্টিয়ার এবং স্থানীয় এক সাধুকে আটক করা হলেও তাদের এখনও গ্রেপ্তার দেখায়নি গাজোল থানার পুলিশ। পাশাপাশি দেবী প্রতিমার খোয়া যাওয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকার অলঙ্কার এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্তব্যরত দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম সঞ্জয় মণ্ডল এবং গৌড় মণ্ডল। তারা গাজোল থানায় কর্মরত। পাশাপাশি আটক হওয়া স্থানীয় এক সাধু অধীর মণ্ডল। তিনজনের বাড়ি গাজোল থানার রাজাদিঘি এলাকায়। এই তিনজনই অষ্টমীর মধ্যরাতে পুজো মণ্ডপেই দেবী দুর্গার পায়ের কাছে থাকা কাগজে মোড়ানো কিছু অলঙ্কার চুরি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন গান্ধিমোড় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক দীপক ঘোষের। সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির সদস্য প্রণব সাহা বলেন, ‘আমাদের ভাবতেই অবাক লাগছে, যারা পুজোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলেন, তারাই চুরির ঘটনায় জড়ালেন। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তাহলে এটা আতঙ্কের বিষয়। আমরা চাই দ্রুত চুরি হওয়া অলঙ্কার গুলি উদ্ধার করুক পুলিশ।’ গাজোল থানা আইসি আশিস কুণ্ডু জানিয়েছেন, ‘একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। চুরির বিষয়টি এখনও পরিষ্কার হয়নি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ার জানিয়েছে তারা এলাকারই এক প্রবীণ সাধুর মাধ্যমে দেবী মূর্তির পায়ের কাছ থেকে সিঁদুর, ফুল, বেল পাতা নিচ্ছিলেন। তাই এখনও গোটা বিষয়টি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একাদশীতে বসিরহাটের একাধিক প্রতিমা নিরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: টাকির পর বসিরহাট, একাদশীর শুভলগ্নে বসিরহাটের বিভিন্ন নদী ঘাটে শুক্রবার চললো প্রতিমা নিরঞ্জনের ধুম। পুলিশ প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মানুষের জনজোয়ারে ভাসলো বসিরহাট। সকলকে কাঁদিয়ে কৈলাসে পারি দিয়েছেন মা উমা। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব। সারাবছর ধরে বাঙালিরা অপেক্ষা করে থাকেন ওই দিনগুলির জন্য। ধুমধাম করে মায়ের পুজো পার্বন সেরে শেষে মর্তবাসীকে কাঁদিয়ে মা ফিরে যান কৈলাসে। দুর্গা উৎসব শেষে বৃহস্পতিবার দশমীর দিন টাকিতে মহা ধুমধাম করে পালিত হয়েছিল প্রতিমা বিসর্জন। বৃহস্পতিবার দশমী থাকায়, বসিরহাটের বেশিরভাগ প্রতিমা নিরঞ্জন হয়নি। শুক্রবার বসিরহাট মহকুমায় দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেখা গিয়েছে। এদিন ইছামতি বোটঘাট-সহ বসিরহাটের বিদ্যাধরী, ছোট কলাগাছি, দুলদুলি, ডাঁসা নদী-সহ বিভিন্ন নদীর ঘাটে চলে প্রতিমা নিরঞ্জন। আর এই প্রতিমা নিরঞ্জনকে শান্তিপূর্ণ এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সমস্তরকম ভাবে প্রস্তুত ছিল বসিরহাট পুলিশ। নদীতেই স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে যেমন নজরদারি করা হয়, তেমনি ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথে ও নজরদারি চলে পুলিশ প্রশাসনের তরফে। তার পাশাপাশি গোটা এলাকায় সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়। বসিরহাটের বোর্ডঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিস কুমার, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডা. মেহেদী রহমান হোসেন। সারা বছর অপেক্ষা করার পর উমাকে বিদায় দেওয়ার সময় রীতিমতো বিষাদের সুর ভক্তদের মনে।

স্বামীর সঙ্গে বিবাদ, দুই সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গা পুজোয় ঘুরতে যাওয়া নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ। আর তারপরেই সোমবার সপ্তমীর সাত সকালেই নিজের সাত বছরের পুত্র সন্তান এবং ছয় মাসের কন্যা শিশুকে শ্বাসরোধ করে মেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ওই গৃহবধূ । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি গভর্নমেন্ট কলোনির নিচুপাড়া এলাকায়। এই ঘটনার ফলে মহাসপ্তমীর পুরো আনন্দটাই ম্লান হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকায়। তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত গৃহবধূর স্বামী অসিত হালদারকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মঘাতী গৃহবধুর নাম রুপালি হালদার (২৮)। মৃত পুত্র সন্তান অয়ন হালদার, বয়স সাত বছর এবং কন্যা সন্তান রিমি হালদার, বয়স ছয় মাস, মৃতদেহ তিনটি মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাচামারী এলাকার বাসিন্দা অসিত হালদার পেশায় দিনমজুর। গৃহবধূ রুপালির বাবার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে। পরিবারে স্বামীর রোজগার কমে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বাবার বাড়িতে থাকতেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, রবিবার ষষ্ঠীর রাতে ইংরেজবাজার শহরে প্রতিমা দেখতে যাওয়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গোলমাল হয়। পরে গভীর রাতে মদপ্য অবস্থায় অসিত বাড়িতে ফিরলে ঝগড়া আরো বেড়ে যায়। এরপরেই কোলের দুই সন্তানকে নিয়ে ওই গৃহবধূ পাশের ঘরে ঘুমাতে চলে যান। সপ্তমীর সকালে আবারও নতুন করে ওই দম্পতির মধ্যে বিবাদ বাঁধে। এরপরে স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পরিবারের লোকেদের অলক্ষে ঘুমানোর ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন ওই গৃহবধূ। মৃত্যুর আগে, নিজের দুই সন্তানকে শ্বাস রোধ করে খুন করেন বলে অভিযোগ।

হুগলির উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন চলছে। ছবি: বনস্পতি দে।

পুরশুড়ায় চুরি, তৃণমূলের বুথ সভাপতির ছেলে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূলের বুথ সভাপতির ছেলে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ায় শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। এবারের ঘটনা পুরশুড়া থানা এলাকায়। জানা গেছে, পুজো চলাকালীন পুরশুড়ার ডিহিবাত পুর এলাকার একটি পুজো মণ্ডপে স্থানীয় এক গৃহবধূর গলায় পরে থাকা একটি সোনার হার ছিনতাই হয়। এদিকে পুলিশ ঘটিনার তদন্তে নেমে এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে স্থানীয় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম শেখ নাজিম ও কৃষ্ণ শাসমল। তাদের বাড়িও ডিহিবাতপুর এলাকাতেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুরশুড়া থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে শেখ নাজিম তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি শেখ হান্নানের ছেলে।

এদিকে হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। তাতে তৃণমূলের বুথ সভাপতির ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে গেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বিষয়ে বিজেপিও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, ‘তৃণমূল মানেই তো চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাস। আর কী বলব। একটার পর একটা ঘটনা প্রকাশ্যে এসে যাচ্ছে। আর তৃণমূলের সব পদাধিকার নেতারা তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে। যাক এই ক্ষেত্রে দেখছি পুলিশ ধরেছে। শাস্তি হোক।’ আর তৃণমূলের পুরশুড়া ব্লক সভাপতি তপন সামুই বলেন, ‘আমি জানিই না। তবে দোষ করলে সে যেই হোক না কেনো, সে শাস্তি পাবে। এই ক্ষেত্রে অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ ধরেছে। আইনের পথেই চলবে। এতে আর কি বলার আছে।’

বোল্লা রক্ষা কালীমাতার কাঠামো পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরে কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা হল এবছরের বোল্লা রক্ষা কালী মাতার পুজোর। জানা গিয়েছে, প্রতিবছর রাস পূর্ণীমার পরের শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর তথা উওরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত ও বৃহত্তম বোল্লা কালী পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বোল্লাতে অনুষ্ঠিত এই বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পূজা। মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর চার দিন ধরে বসে মেলা। মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। লোক সমাগমের নিরিখে এই মেলা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্ববৃহৎ মেলা। শুক্রবার বোল্লা কালী মন্দির সংলগ্ন পুকুর থেকে মাতৃ মূর্তির কাঠামো তুলে এনে কাঠামো পুজো হয় মহা ধুমধামে।

এদিন কাঠামো পুজোতে মাকে নিবেদন করা হয় ৫৬ রকমের ভোগ। যার মধ্যে ছিল বাতাসা, ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। এই কাঠামোয় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার মায়ের পুজো হবে। এবিষয়ে বোল্লা মন্দিরের পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী জানান, ‘কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে আজ থেকে মাকে জাগানো হল। এবছর ৭ নভেম্বর মায়ের পুজোর দিন। আগামী শুক্রবার থেকে মায়ের মূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু হবে।’

উত্তর ২৪ পরগনায় পুজো কার্নিভাল আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হচ্ছে শনিবার বিকেলে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বারাসাত, বসিরহাট, বারাকপুর ও বনগাঁ মহকুমায় জুড়ে পৃথক পৃথকভাবে চারটি কার্নিভাল হবে। তার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক পল্লব পাল জানিয়েছেন, শনবার বিকেল চারটে থেকে জেলার চারটি মহকুমায় চারটি দুর্গাপুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। শুধুমাত্র বসিরহাটে অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর আড়াইটে থেকে। বারাসাতের চাঁপাডালি মোড়ে কার্নিভালে ১৩টি পুজো কমিটি তাদের প্রতিমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে উপস্থিত হবেন। তেমনি বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে ১১টি, বসিরহাটের রেজিস্ট্রি অফিস মোড়ে ১৪টি এবং ব্যারাকপুরে চিড়িয়া মোড়ে ১৩টি পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কার্নিভালের কারণে কয়েক ঘণ্টার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ থাকবে। তবে ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে বিকল্প পথের ব্যবস্থা করা হবে। যাতে পথচলতি মানুষদের কোন সমস্যা না হয়।

মদ্যপ পুলিশের ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: পুজোর সময় কর্তব্যরত থাকাকালীন মদ্যপ অবস্থায় পুলিশ অফিসার। শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়া নয়, বেসামাল অবস্থায় রাস্তায় পরে যাওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। মদ্যপ পুলিশ অফিসারের নাম রাজেশ মণ্ডল, শ্রীরামপুর ট্রাফিক ইন্সপেক্টরে কর্মরত। ঘটনাটি শ্রীরামপুর বটতলার। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি টোটোর সামনে বচসায় জরিয়ে পরেন তিনি। তার সহকর্মীরা তাঁকে সরিয়ে নিতে গেলে বেসামালভাবে রাস্তায় পরে যান। এরপরই তাঁর সহকর্মী ওই পুলিশ অফিসারকে টেনে তোলেন। ঘটনাটি পুজোর কোন দিন, তা জানা যায়নি।

বর্ধমানে শারদোৎসব কার্নিভালের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালের প্রস্তুতি চলছে তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভালের আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরে বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে পুজো কার্নিভাল। আর তারই প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। এবছর প্রায় ২৮টি পুজো মণ্ডপ এই কার্নিভালে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক খোকন দাস। শনিবার বিকেল পাঁচটায় উদ্বোধন হবে পুজো কার্নিভালের। উপস্থিত থাকবেন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা এবং অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জী। বিশেষ শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তা দুইপাশে বহু মানুষ জড়ো হন প্রতিবছর। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাড়তি নজরদারি ও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। প্রত্যেকটি পুজো কমিটিকে এই শোভাযাত্রা পাঁচ মিনিট করে সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার কার্নিভাল মঞ্চে প্রস্তুতি পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল ডিএম, এসডিপিও, বিধায়ক খোকন দাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বন্য প্রাণী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: উৎসবের মরসুমে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে এক বন্য প্রাণীকে উদ্ধার করলো বনদপ্তর। জানা গিয়েছে, হাওড়ার বাগনান স্টেশন রোডে বাগনান থানা সমন্বয় কমিটির অফিসের পিছনে একটি ছোট পরিত্যক্ত জায়গায় পড়েছিল একটি গন্ধগোকুল বা ভাম। বৃহস্পতিবার সমন্বয় কমিটির সম্পাদক প্রসূন রায় কাগজ ফেলতে গিয়ে বিষয়টি দেখতে পান এবং বন্যপ্রাণপ্রেমী চিত্রক প্রামাণিককে বিষয়টি জানান। শুক্রবার বিকেলে বনদপ্তর ও স্থানীয় বন্যপ্রাণ প্রেমী সুমন্ত দাস বনদপ্তরের লোকজনকে নিয়ে আসে এবং অসুস্থ গন্ধগোকুলটি উদ্ধার হয়। দুই দিন বৃষ্টিতে ভিজে পশুটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে বনকর্মীদের অনুমান।

বসিরহাটে টর্নেডো ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পাথরঘাটা এলাকায় টর্নেডো ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক বাড়ি। বৃহস্পতিবার দুর্যোগের পরই এলাকার পরিদর্শনে যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল চারটে নাগাদ সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা এলাকায় হঠাৎ টর্নেটে ঝড় শুরু হয়। আর সেই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় শতাধিক বাড়ি । প্রায় ৩০টি ইলেক্ট্রিকের খুঁটি ও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যাওয়ায় গোটা এলাকা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ঝড়ের খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকা পরিদর্শনে যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেনের প্রতিনিধিরা। বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উদ্যোগে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোতে উপযুক্ত ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ইতিমধ্যে এলাকায় বেশ কিছু মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বাড়িতে চাপা পড়ে যাওয়া এক মহিলা ও এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন বিধায়ক। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় তার কাজ শুরু করেছেন তিনি।

গোঘাটে রীতি মেনে হল বিজয় রথযাত্রা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: প্রাচীনকাল থেকে রীতি মেনে আজও রাবণকাটা রথ হয়ে আসছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। দশমীর দিন গোঘাটে রাবণকাটা রথ দেখতে অসংখ্য পুর্ণ্যার্থীর ভিড় হয়। তাই বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গা পাশাপাশি আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে রাবণকাটা রথ। প্রায় ৭০২ বছর ধরে দশমীতে রথ হয়ে আসছে গোঘাটে। এলাকার মানুষের পাশাপাশি দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ এই রথ উৎসবে সামিল হন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে সামিল হন। প্রাচীন কাল থেকেই দুর্গাপুজোর শেষ দিনে বাজে বিষাদের সুর। প্রতিমা বিসর্জনে ব্যস্ত থাকে আপামোর বাঙালি। চলে মিষ্টিমুখ, সিঁদুর খেলা। সে সময় গোঘাটে রথের রশিতে টান পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এটি অবশ্য জগন্নাথের রথ নয়। বিজয় রথ। কথিত আছে, এখানকার ধর্ম ঠাকুরের নির্দেশে প্রায় ৭০২ বছর ধরে এই উৎসব হয়ে চলেছে। হুগলির গোঘাট, আরামবাগ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান থেকে বহু মানুষ রথের রশিতে টান দিতে আসেন। মনস্কামনা পূরণের জন্য পুর্নার্থীরা এই রশিতে টান দিতে আসেন। দশমীর ঠিক এক সপ্তাহ পর ফের ওই রথকে টেনে আনা হয়। যা উল্টোরথ বলেই পরিচিত। গোঘাটের বিএলআরও অফিস থেকে রেজিস্ট্রার অফিস পর্যন্ত এই রথ টানা হয়। নামে মিল থাকলেও আষাঢ়ের রথের সঙ্গে এই উৎসবের কোনও মিল নেই। আঞ্চলিক ইতিহাস থেকে জানা গেছে, গোঘাটের রায় পরিবারের হাত ধরেই এই রথের সূচনা হয়। কবে ও কীভাবে শুরু বিজয়া দশমীর রথযাত্রা? সেই কাহিনী শোনালেন রায় বংশের এক প্রবীণ সদস্য। তিনি এই বিষয়ে জানান, ‘আমাদের পূর্বপুরুষের বেশির ভাগই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ছিলেন। একদিন হঠাৎ করে এক সাধু আমাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে দেখা করেন। ওই সাধু জানান, কচ্ছপের তেল মাখলে কুষ্ঠ রোগ সেরে যাবে। রায় বাড়ির সদস্যরা স্থানীয় একটি পুকুর থেকে কচ্ছপ তুলে নিয়ে আসেন। সেই রাতেই স্বরূপনারায়ণ জিউ না কি স্বপ্ন দিয়ে বলেন, এই পুকুরে তিনিই কচ্ছপরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে পুজো করতে হবে। তা হলে রায় বংশে আর কেউই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবে না।’ এই রায় পরিবারের আরও দাবি, স্বরূপনারায়ণ জিউ স্বয়ং রাম ছিলেন। আর বিজয়া দশমীর দিন রাম রাবণকে বধ করেছিলেন। রাবণকে বধ করে রথে করেই তিনি এসেছিলেন। স্বরূপনারায়ণ দশমীর দিন এই স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন বলেই সেই দিন থেকে রথ টানা হয়। তারপর থেকে এর নাম হয় বিজয় রথ। এলাকায় জনশ্রুতি আছে, বিজয় রথ আদতে রাবণ কাটা রথ। সবমিলিয়ে বিজয়া দশমীর দিনে গোঘাটের এই বিজয় রথ ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ বেশ চোখে পড়ার মতোন।

‘এফ ১৬-সহ ছয় যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়েছে অপারেশন সিঁদুরে’

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে গিয়েছে ‘পাকিস্তানের ভরসা’ এফ১৬। ধ্বংস হয়েছে আরও ৫টি পাক যুদ্ধবিমান। শুক্রবার সেকথা সাফ জানিয়েদিলেন ভারতের বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিং। তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকে ভারতের বায়ুসেনা আঘাত হেনেছে। তাতেই বিরাট ক্ষতি হয়েছে পাক যুদ্ধবিমানের। সেই সঙ্গে পাকিস্তানকে খোঁচা দিতেও ভোলেননি বায়ুসেনা প্রধান।

কেবল শত্রুর যুদ্ধবিমান ধ্বংসই নয়, ভারতীয় বায়ুসেনার আঘাতে পাকিস্তানের বেশ কিছু সামরিক পরিকাঠামোও ধ্বংস হয়েছে। গত ১০ মে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীনই পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারত হামলা চালায়। সম্ভবত সেই দিনেই এই যুদ্ধবিমানগুলি ধ্বংস হয়েছে। তার পরেই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি হয়। অমরপ্রীত জানান, অপারেশন সিঁদুরের পর গোটা মিশনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানেই উঠে এসেছে এই তথ্য।

বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন অমরপ্রীত। সেখানেই অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ তোলেন। জানান, একটি বিষয়ই ভারত এবং পাকিস্তানের এই সংঘর্ষে নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা হল দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র (এসএএম)। তার মাধ্যমে পাকিস্তানের মাটিতে ৩০০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে আঘাত হানতে পেরেছিল ভারত। অমরপ্রীত বলেন, ‘পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির পাঁচটি যুদ্ধবিমান আমরা ধ্বংস করেছি। ভারতের হামলায় পাকিস্তানের বেশ কিছু রেডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, রানওয়ে এবং হ্যাঙ্গার ধ্বংস হয়েছে।’

বায়ুসেনা প্রধানের কথায়, ‘আমরা পাকিস্তানের এমন হাল করেছিলাম যে ওরা যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়।’ সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, ‘ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংসের যে দাবি করছে পাকিস্তান, সেসব হল মনগড়া কাহিনি।’ উল্লেখ্য, ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দাবি করেছিল, ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তত ৬টি রাফালে যুদ্ধবিমান নামিয়েছে তারা। কিন্তু ভারত প্রথম দিন থেকেই সেই দাবি খারিজ করে এসেছে।

‘বিষাক্ত’ কাফ সিরাপ খেয়ে ১৪ দিনে প্রাণ গেল ৯ শিশুর

ভোপাল, ৩ অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে কফ সিরাপ। মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে ৯ শিশুর মৃত্যু! জানা গিয়েছে, বিষাক্ত কফ সিরাপ খাওয়ানো হয়েছিল ওই শিশুদের। তার জেরেই রাতারাতি কিডনি বিকল হয়ে গিয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। শিশুদের দেওয়া কফ সিরাপ পরীক্ষা করার জন্য ওই সিরাপ খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন চিকিৎসকও। গোটা ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে কফ সিরাপ প্রস্তুতকারীদের নিয়ে।

গত কয়েকদিন ধরেই মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা এবং রাজস্থানের সিকার এলাকায় পরপর শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সামান্য জ্বর থেকেই আচমকা কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হচ্ছিল তাদের। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সবমিলিয়ে ছিন্দওয়ারাতেই ৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই শিশুদের শরীরে প্রথমে জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সাধারণ কিছু ওষুধ দেন। তার মধ্যে ছিল কাশির সিরাপ। সেগুলি খাওয়ার পর ধীরে ধীরে তারা সুস্থ হয়ে উঠছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর আচমকা তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। অভিযোগ, তাদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই কিডনিতে সংক্রমণ ছড়ায়। এরপর গত ১৫ দিনে একে একে মৃত্যু হয় ৯ শিশুর। পরিবার সূত্র জানা গিয়েছে, মৃত শিশুদের প্রত্যেকের বয়স পাঁচ বছরের নিচে। আরও ১০ জন শিশু এই কফ সিরাপ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ। ইতিমধ্যেই কফ সিরাপ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ছিন্দওয়ারায়। জ্বর হলেই অসুস্থ শিশুটিকে সরকারি হাসপাতালে ৬ ঘণ্টার জন্য নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। অবস্থার অবনতি হলে শিশুদের জেলা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। প্রাইভেট চিকিৎসকদের বারণ করা হয়েছে তাঁরা যেন জ্বরে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা না করেন। ১৯টি ব্যাচের কফ সিরাপ বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রাজস্থান সরকার।

মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বিষাক্ত কফ সিরাপের এমন মর্মান্তিক পরিণতি দেখে পুণের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফে তল্লাশি শুরু হয়েছে, সন্দেহজনক কফ সিরাপ সেখানে বিক্রি হচ্ছে কিনা।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	গোর্ধনভাই হীরাপারা	০০১১০২৮	২১৫৪	৪০৫৯২৫১-৪০৬১০০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৩.১০.২০২৫

ম্যাঞ্চেস্টারে ছুরি হামলা উন্মত্ত যুবকের, মৃত অন্তত ২

ম্যানচেস্টার, ৩ অক্টোবর: ছুরি হামলায় রক্তাক্ত ব্রিটেনের শহর ম্যাঞ্চেস্টার। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪। জানা গিয়েছে, শহরের একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে সূত্রের খবর, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে হামলাকারীরও। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রাম্পসল শহরে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে বহু মানুষের ভিড় ছিল। সেই সময় এক যুবক ধারাল ছুরি নিয়ে আচমকা সেখানে হামলা চালায়। ছুরির কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে বহু মানুষ। জানা যাচ্ছে, এই হামলায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪। হামলা চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয় পুলিশের একটি দল। জানা গিয়েছে, পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে সেখানে মৃত্যু আততায়ীর। কিন্তু কী কারণে ওই যুবক হামলা চালালো, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, আততায়ী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল।

E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: KGP/360/25] [2025_ZPHD_909331_1, and [KGP/APAS/364/2025] [2025_ZPHD_915817_1 to 14], Date: 21/09/25 & 24/09/25 At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 13/10/2025 & 22/10/2025. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat B/Budge II
South 24 Pgs.

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
রিজিওনাল অফিস : ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আর/ডব্লিউ রুল ৯(১) এর অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) আর/ডব্লিউ বিধি ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542 মেসার্স বি জি এ রিয়েলটরস

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে যে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে গঠিত এবং এর নিবন্ধিত অফিস পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, টাওয়ার এ, ১২ তম তল, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর একটি আঞ্চলিক অফিস ১২ তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ **পশ্চিমবঙ্গ** (‘শাখা’) অবস্থিত। ২৪.১১.২০২৩ তারিখের সেই আদেশের মাধ্যমে, ন্যাশনাল ল’ কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই বেঞ্চ, স্থানান্তরকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং অধিগ্রহণকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এর মধ্যে একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে, যার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, সুদ, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, দায়, চুক্তি, চুক্তি, সিকিউরিটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা উক্ত প্রকল্পে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ১ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি এখন থেকে **“টাটা ক্যাপিটাল লি”** (টিসিএল) নামে পরিচিত হবে। উক্ত আদেশ এবং প্রকল্প অনুসারে, টিসিএফএসএল দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত সুবিধা নথি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বকেয়া টিসিএল-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এইভাবে টিসিএল ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধককারীদের কাছ থেকে একই দাবি করার অধিকারী।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা/টিসিএল)**-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে** ‘যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

যেহেতু সুরক্ষিত ঋণ আদায়ের জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে এবং ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি করা হয়েছে যে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542-তে **ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের** কাছ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ২,৪৪,৭০,০০১/- টাকা (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার এক টাকা) বকেয়া, অর্থাৎ **(১) মেসার্স বিজিএ রিয়েলটরস; (২) শ্রী রাজীব ঘোষ; (৩) শ্রীমতী শম্পা ঘোষ এবং (৪) শ্রীমতী প্রদীপ্তা ঘোষ,** উপরে উল্লিখিত সকলের অফিস/বাসস্থান পি ৩৯৯, কেয়াতলা লেন, ৪র্থ তল, পো- শরৎ বোস রোড, থানা-রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/অসমাপ্ত না হলে, উক্ত সম্পত্তিটি **১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিকাল ২.০০ টায়** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যার আঞ্চলিক অফিস **১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯১।** সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সিল করা ই-নিলাম এবং ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা** পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন কার্যকরী/স্বত্ব	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা ইএমডি (টা.)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ২৩৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি সমুদয় ৪র্থতল , জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত বা জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি বর্তমান পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৩৯৯ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পি-৩৯৯ কেয়াতলা লেন), কলকাতা -৭০০০২৯, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : রবীন্দ্র সরোবর (পূর্বতন লেক) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ উক্ত প্রেমিসেস এর সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।	স্বত্ব দখলীকৃত	২,৫২,৬৬,০০০ টাকা (দুই কোটি বাহান্ন লাখ ছেষট্টি হাজার টাকা)	২৫,২৬,৬০০ টাকা (পঁচিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো টাকা)

বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তির বিবরণ তফসিলে রয়েছে। উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির ভিতরে এবং ভিতরে থাকা অস্থাবর জিনিসপত্র/বাড়ির মালিকানার তালিকা, যদি নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত না হয়, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ থাকবে না। যদি উপরে বর্ণিত পরিমাণ, সুদ এবং খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) ‘অনুমোদিত কর্মকর্তা’-এর কাছে জমা দেওয়া হয় অথবা তার সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ দেওয়া হয় যে এই সুরক্ষিত ঋণ, সুদ এবং খরচ পরিশোধ করা হয়েছে, তাহলে বিক্রয়ও বন্ধ করা হবে। বিক্রয়ের সময়, জনসাধারণকে সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও দায়িত্ব পালনকারী কোনও কর্মকর্তা বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রিত সম্পত্তির জন্য কোনও স্বার্থের জন্য দরপত্র, অধিগ্রহণ বা অর্জনের চেষ্টা করবেন না। বিক্রয়টি সারফেসি আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামটি **https://BidDeal.in** পোর্টালের মাধ্যমে **১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটির জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা থাকবে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য জমা দেওয়া সমস্ত দরপত্রের সাথে উপরে উল্লিখিত বায়না জমা জমা দিতে হবে, যা **“টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড”** এর পক্ষে কলকাতায় প্রদেয় একটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সম্পত্তির পরিদর্শন **২৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে** পর্যন্ত করা যেতে পারে।

টিসিএল-এর কাছে জানা কোনও দায়বদ্ধতার বিবরণ, যার জন্য সম্পত্তিটি দায়বদ্ধ এস.এ.১৭২/২০২৫ সংযুক্ত আইএ সহ কলকাতার ডিআরটি-১-এর কাছে বিচারাধীন।

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতারা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে মোবাইল নম্বর +৯১-৮৬৯১০০৫২৩৮ / অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য; ইমেল আইডি Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com এবং মোবাইল নম্বর +৯১-৯২৮৯৭২৪৪৪১ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ, **http://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/e-auction/tcfsl/02nd-E-Auction-Newspaper-Publication-BGA-Realtors-TCFLA0540000011062542.pdf**

স্থান - কলকাতা
তারিখ - ১২-০৮-২০২৫

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

ময়দান

মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্তর আবাসনে দুর্গা পূজার আয়োজন। প্রথম বারের জন্য আয়োজিত হল এই পুজো। প্রতিদিনই ভোগ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি আয়োজিত হয়েছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আহমেদাবাদে চালকের আসনে গিলবাহিনী, ইনিংস হারের পথে ক্যারিবীয়ানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আহমেদাবাদে শুরু হওয়া ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সম্পূর্ণভাবে দখল নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ২৮৬ রানে এগিয়ে থেকে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারতের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৪৪৮। একদিকে ব্যাটারদের ঝলক, অন্যদিকে বোলারদের ধার;দুই দিক থেকেই শক্তির পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় দল। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ম্যাচটি তৃতীয় দিনের মধ্যেই নিষ্পত্তি হতে পারে। প্রথম দিন টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোস্টন চেজ। কিন্তু শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি তাদের। ভারতীয় পেসার মহম্মদ সিরাজ এবং যশপ্রীত বুমরা একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপ। সিরাজ দারুণ সুইং ব্যবহার করেন, অন্যদিকে বুমরা তার নির্ভুল লাইন ও লেংথ দিয়ে চাপে রাখেন প্রতিপক্ষকে। দুইজন মিলে তুলে নেন ৭টি উইকেট। দীর্ঘদিন পর লাল বলের ক্রিকেটে ফেরা কুলদীপ যাদবও জোড়া উইকেট নেন। ফলে মাত্র ১৬২ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের শুরুটা ছিল কিছুটা সাবধানী। দলের ভীত গড়ে দেন কেএল রাহুল। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান এবং অবশেষে ১২টি চার মেরে শতরান পূর্ণ করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি আউট হলেও তখন ভারতের অবস্থান ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। রাহুলের ইনিংস দলের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতি এনে দেয়। তবে দ্বিতীয় দিনের আসল নায়ক ছিলেন দুই ব্যাটার; ধ্রুব জুরেল এবং রবীন্দ্র জাদেজা।

খড়গপুর ডিভিশনে মাইনর ইউনিটগুলিতে চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপি/সিএটিজি-এমপিএস/২০২৫ তারিখ ঃ ২৬.০৯.২০২৫

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **• ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৫-১৬** অনুসারে খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের সময়সীমায় খড়গপুর (৩টি), হাউর (১টি), আন্দুল (১টি), কোলাঘাট (১টি), আবাদা (১টি), গিরি ময়দান (১টি), আমতা (১টি), বীরশিবপুর (১টি), বাউড়িয়া (১টি), মৌড়ীগ্রাম (১টি), মেচেদা (২টি), উলুবেড়িয়া (১টি), সাঁতরাগাছি (৩টি) এবং শালিমার (৫টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ, **অকশন তারিখ ঃ ১৩.১০.২০২৫, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১.০০টা ও দুপুর ০৩.১০ মিনিট। • ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৫-১৭** অনুসারে খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের সময়সীমায় ঝাড়গ্রাম (১টি), কাঁথি (১টি), চাকুলিয়া (১টি), মার্কোনা (২টি), রুপ্সা (১টি), হল্দীপদা (১টি), খান্তাপাড়া (২টি), বেতনটী (১টি), দেশপ্রাণ (২টি), ধলভূমগড় (১টি), বাহানাগা বাজার (২টি), গিধনি (১টি), রামনগর বেঙ্গল (২টি), গালুডিহি (১টি), নন্দকুমার (২টি), ঘাটশিলা (২টি), নারায়ণগড় (১টি), বখরাবাদ (১টি), রাখা মাইন্স (১টি), বস্তা (১টি), আমর্দা রোড (১টি), বারিপদা (১টি), জলেশ্বর (২টি) এবং সোরো (২টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ, **অকশন তারিখ ঃ ১৬.১০.২০২৫, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১০.০০টা ও দুপুর ০৩.৫০ মিনিট। • ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৫-১৮** অনুসারে খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের সময়সীমায় ঠাকুরতোতা (১টি), রাজালুকা (১টি), কুচাই (১টি), জুগপুরা (১টি), বুরামারা (১টি), রুপ্সা (১টি), জামসোল (১টি), বাদলপুর (১টি), কৃষ্ণচন্দ্রপুর (১টি), টিকরা (১টি), কানিমহুলী (১টি), শহীদ মাতঙ্গিনী (১টি), দাঁতন (১টি), নেকুরসেনি (১টি), আশাপূর্ণা দেবী (১টি), কোকপাড়া (১টি), খাটকুরা (১টি), রানীতাল (২টি), হেঁড়িয়া (১টি), ভঞ্জপুর (১টি), শীতলপুর বেঙ্গল (১টি), জোগাল (১টি), লক্ষ্মণনাথ রোড (১টি), বন্দর (১টি), বাংরিপোসী (১টি), লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক (১টি), নাচিন্দা (১টি), বেনাপুর (১টি), সতীশ সামন্ত (১টি), সুজলপুর (১টি), ডুঁয়া (১টি) এবং নুয়াগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ, **অকশন তারিখ ঃ ১৬.১০.২০২৫, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১০.০০টা ও দুপুর ০৩.৫০ মিনিট। • ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৫-১৮** অনুসারে খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের সময়সীমায় খড়গপুর (২টি), শালিমার (৭টি), বেলদা (১টি), রুপ্সা (১টি), বস্তা (১টি), ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (৪টি), কাঁথি (২টি), দীঘা (২টি), চাকুলিয়া (১টি), মার্কোনা (১টি) এবং দাঁতন (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে এমপিএস ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ, **অকশন তারিখ ঃ ১৬.১০.২০২৫, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১০.০০টা ও দুপুর ০২.২০ মিনিট,** যা **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এজেন্সি/ কেটারিং ঠিকাদাররা এ বিষয়ে অবহিত হন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তিটির বিশদ এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যর জন্য ওপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা (PR-680)

বর্ধমান জোনাল অফিস

বৈঙ্ক অফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, চিত্তরঞ্জন শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০৭.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস** (ফার্মের অংশীদারগণ শ্রী বিপ্লব কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতী মালা বিশ্বাস) কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬১৮২৮১৫.৮৬ টাকা (একষট্টি লাখ বিরাশি হাজার আটশ পনের টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, চিত্তরঞ্জন শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৬১৮২৮১৫.৮৬ টাকা (একষট্টি লাখ বিরাশি হাজার আটশ পনের টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত এলআর খতিয়ান নং ৪২০২ এবং ৪২০৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০৭৮, মৌজা : রাঙ্গামাটিয়া,জেএল নং ৩৮, উল্লেখ্য **দান দলিল নং ১-৬৮৮৯** তারিখ ১৮ জুলাই ২০১১ এবং উল্লেখ্য **বিক্রয় দলিল নং ১-৫১** তারিখ ০৬.০১.১৯৯৮ অস্থাবর সম্পত্তির এবং একতলা ভবন জি-২ তলা আরসিসি নির্মাণ এবং একতলা শেড নির্মাণ, মোট এরিয়া পরিমাপ ১৭ শতক জমি (৭৪০৫ বর্গফুট) সামদি রোড, আমডাঙ্গা মোড়ের নিকট, সপ্তর্ষি ম্যারেজ হলের সংলগ্ন, রূপনারায়ণপুর,থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ, । **সম্পত্তি শ্রী বিপ্লব কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতি মালা বিশ্বাসের নামে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : সরকারি সম্পত্তি, পূর্বে : মালিক পিনাকী রাউত, পশ্চিমে : কালি সরকারের জমি।

তারিখ- ০৩.১০.২০২৫
স্থান - চিত্তরঞ্জন

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

Ref. No.: BHOWANIPORE/REC/2025-26/1 তারিখ ২৫.০৯.২০২৫

প্রতি,
শ্রীমতী মোনালিসা দাস (মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী), ১ম তল, ২৩সি, ড. সুরেশ ব্যানার্জি রোড, (নন্দী হাউস), ওয়ার্ড নং ৩৪, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০।

আপনার আবেদনপত্রটি সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(৩এ) এর অধীনে ২০.০৯.২০২৫ তারিখে আমি পেয়েছি, সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে ২৯.০৭.২০২৫ তারিখে নোটিশ এবং ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত।
বিষয় : উপরোক্ত আবেদনপত্রের উত্তর।

মাননীয় মহাশয়,
আমি **ইন্ডিয়ান ব্যাংকের** অনুমোদিত কর্মকর্তা, আপনার **২০.০৯.২০২৫** তারিখের চিঠিটি সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা নোটিশের প্রতি আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব আকারে পেয়েছি এবং এটি পড়ার পর আমি এর অর্থ, বিষয়বস্তু এবং তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি।
শুরুতেই আমি বলে দিচ্ছি যে আপনার উক্ত প্রতিনিধিত্ব বা আপত্তি বাস্তবে বা আইনত বহাল রাখা যাবে না। উক্ত কথিত আপত্তি/প্রতিনিধিত্বে আপনার দ্বারা করা প্রতিটি অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি যা ভিত্তিহীন, ভুল ধারণা করা, ভিত্তিহীন এবং কোনও গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এতে করা অভিযোগ এবং বিবৃতি মোটেও সঠিক নয় কারণ এতদ্বারা এগুলি অস্বীকার করা হচ্ছে।
স্বীকৃত রেকর্ডের বিষয়গুলি এবং এখানে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত বিষয়গুলি ব্যতীত, এতে করা সমস্ত বিবৃতি এবং অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
আপনার অনুরোধ অনুসারে এবং সমস্ত কাগজপত্র এবং প্রশ্নের সন্তুষ্টির পর তৎকালীন **এলাহাবাদ ব্যাংক (বর্তমানে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সাথে একীভূত)** ২০১৬ সালে ১৯ লক্ষ টাকা (নগদ ঋণ) মঞ্জুর করে।
আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুদ পরিশোধের জন্য টার্নওভারও যথেষ্ট ছিল না। অবশেষে আপনার অ্যাকাউন্টটি **এনপিএ** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আরবিআইয়ের নিয়ম অনুসারে **২৮.১১.২০১৭** তারিখে আমাদের খাতায় ঘোষণা করা হয়েছিল।
অভিযোগ অনুসারে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়নি এবং এটি আরবিআইয়ের নিয়মের মধ্যেই রয়েছে যে, যদি ৯০ দিনের জন্য সুদ/কিস্তি জমা না হয়, তাহলে অ্যাকাউন্টগুলি এনপিএ বিভাগে চলে যায়।
সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা নোটিশটি সারফেসি আইনের বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে। নোটিশে বন্ধকী সম্পত্তির উপর চার্জ যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে **২৮.০৭.২০২৫** তারিখের হিসাব অনুযায়ী, বুক ও/এস-চার্জবিহীন সুদ, আইনি এবং অন্যান্য চার্জের স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে যার পরিমাণ **৬০,১৯,৩৯৪.০০ টাকা।** মূলত এনপিএ তারিখ থেকে সুদের চার্জবিহীন অংশের কারণে ও/এস এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং **২৮.০৭.২০২৫** তারিখের হিসাব অনুযায়ী **৪০,৪৯,৪০২.০০ টাকা।** আপনার চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতারা আপনার পাওনা পরিশোধ না করার কারণে আপনার অ্যাকাউন্ট এনপিএ হয়ে গেছে, এবং সেইজন্য আপনি ব্যাংককে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, আপনার অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হওয়ার পর এই ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনার পক্ষ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা আসেনি, এটি সমাধানের জন্য, না অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত করা হয়েছে/এই সমস্ত বছরে ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।
অতএব, বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয় অর্থ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংক সারফেসি নিয়ম অনুসারে নতুন করে ১৩(২) জারি করেছে। আপনি বলেছেন যে ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশগুলি আপনার ঠিকানায় পৌঁছেছে, তবুও এটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আপনার রেকর্ডের জন্য এটি রাখা হচ্ছে যে চিঠিগুলি ‘দাবীহীন’ অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাই আমাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের ১৩(২) ধারা অধীনে ১৫ দিন পরে এটি প্রকাশ করতে হয়েছিল। তাছাড়া, আমরা দাবি নোটিশ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্তভাবে সংবাদপত্রে দাবি নোটিশ প্রকাশ করতে পারি, এবং এটি করতে কোনও বাধা নেই এবং আদালত এটিকে বিকল্প / পরিপূরক পরিষেবা হিসাবে গ্রহণ করেছে।
আপনার অভিযোগ যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৮.০৭.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৬০,১৯,৩৯৪.০০ টাকা,** অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট এবং কোনও অসংগতিপূর্ণ ছাড়াই, কারণ এটি ইতিমধ্যেই দাবি নোটিশে সারণী আকারে উল্লেখ করা হয়েছে :
২৮.০৭.২০২৫ তারিখের হিসাবে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ :

সুবিধা	এ/সি নং	বুক ও/এস ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী	২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই	২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/এমওএক্স	২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী মোট পরিমাণ(একলপ্তে)
MSME-MIC-SRV-PBILL-CC/OD	৬৪৩৭২৮৭৬০৮	১৯,০০,৭৫৪.০০ টাকা	৪০,৪৯,৪০২.০০ টাকা	৬৯,২৩৮.৪০ টাকা	৬০,১৯,৩৯৪.০০ টাকা

আপনার আপত্তির উদ্দেশ্য হল আরও সময় কেড়ে নেওয়া এবং বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ উদ্ধারে বিলম্ব করার জন্য ব্যাংককে হয়রানি করা। আমি সারফেসি আইন, ২০০২ এবং এর অধীনে সংশোধিত নিয়ম অনুসারে আপনার ফার্মের বিরুদ্ধে সারফেসি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আরবিআই নির্দেশিকা অনুসরণ করে।
আমি আপনার প্রতিনিধিত্ব বা আপত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেছি এবং আমার বিবেচনায় উক্ত প্রতিনিধিত্ব বা আপত্তির কোনও ভিত্তি নেই।
আমার মতে আপনার প্রতিনিধিত্ব বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব প্রতিনিধিত্ব বা আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
জয় শঙ্কর কুমার
(অনুমোদিত অফিসার)
ইন্ডিয়ান ব্যাংক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার ● ৪ অক্টোবর ২০২৫ ● পেজ ৮

জীবনানন্দ দাশের নাটোরের বনলতা সেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের নামের সঙ্গে যে কয়েকটি কবিতার কথা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো জড়িয়ে আছে তার একটি তাঁর 'বনলতা সেন'। শুধু তাই নয়, এটি তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম জনপ্রিয় কবিতা । তার আগে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পরস্পর' কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পালাবদলে তাঁর স্বকীয় ভূমিকা প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তা জনপ্রিয়তা লাভে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়ে ওঠেনি। উল্টে তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটি আশ্লীলতার বিতর্কে তাঁর কবিপরিচিতিকেই ম্লান করে দেয়। সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় 'বনলতা সেন' কবিতাটি প্রকাশের (১৯৩৫-এর ডিসেম্বর, ১৩৪২-এর পৌষ) পরেই সাড়া ফেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জীবনানন্দের কবিতার নামে কাব্যের নাম রাখাও এই প্রথম। শুধু তাই নয়, কবিতাটি পরের কাব্য 'মহাপৃথিবী'তেও (১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, 'মহাপৃথিবী' কাব্যের প্রথম কবিতাও 'বনলতা সেন'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বনলতা সেন' কাব্যটির প্রকাশক স্বয়ং কবি জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের ১১ নম্বর চটি বই 'বনলতা সেন' ১৯৪২-এ প্রকাশিত হয়েছিল । ১৬ পৃষ্ঠার কাব্যটিতে ১২টি কবিতা ছিল। পরে কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণে(১৯৫২) ১৮টি কবিতা সংযোজন করায় তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কবিতাটির শিল্পরূপ যেভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল, তার বিষয় নিয়ে সেভাবে চর্চার অবকাশ লক্ষ করা যায় না। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা আধুনিক কবিতার ধারায় নানাভাবেই কবিতাটির আবেদন মুখর হয়ে ওঠে। কবিকে আবিষ্কারের অভিনবত্বে কবিতাটির শিল্পরূপও ক্রমশ আন্তরিকতা লাভ করে। সেখানে জীবনানন্দ দাশের যে-কয়েকটি কবিতা মানুষের মুখে মুখে ফেরে তার মধ্যে 'বনলতা সেন' উজ্জ্বলতম । তার জনপ্রিয় অভিমুখটিই তার বিষয়ভাবনাকে উজ্জীবিত করেছে। সেক্ষেত্রে 'বনলতা সেন'-এর পরিচয়ই কবিতাটির মুখ হয়ে ওঠে । লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির মোনালিসার রূপায়বের মতো বনলতা সেনের নেপথ্যে কবির সংযোগ আপনাতেই রহস্যে নিবিড়তা লাভ করে । সেক্ষেত্রে কবিতাটির জনপ্রিয়তা সেই রহস্যকে আরও প্রকট করে তোলে । সেখানে কবির জীবনে বনলতা সেন কে ছিলেন, তা নিয়েই মূলত রহস্যের জাল বিস্তার হয়। এই রহস্যই সময়ান্তরে বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায় । আবার তারই সূত্র ধরে দীর্ঘদিন পর একুশ শতকের সূচনায় উঠে আসে অস্বস্তিকর বিতর্ক । সেক্ষেত্রে 'বনলতা সেন'-এর মূর্তি থেকে প্রতিমা হয়ে ওঠার পরিসরকে বিপরীতমুখী স্রোতে প্রতিমা থেকে মূর্তির বহুমুখী পরিচয়কে নিবিড় করে যেমন অস্বস্তিকর আবহ বয়ে আনে, তেমনই কবিতাটির বহুমাত্রিক অস্তিত্বকে মূর্ত করেও তোলে । সেখানে কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্যের পাশাপাশি বিষয়বৈভবও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে। অন্যদিকে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির বিতর্কে সেই অর্থে কবির পাশে কেউ না দাঁড়ালেও 'বনলতা সেন'-এর হয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। জীবনানন্দ দাশের আর কোনো একক কবিতা তাঁকে এভাবে পাঠকসমাদরে ধন্য করেনি। স্বাভাবিকভাবেই কবিতাটির শিল্পরূপ ও বিষয়ভাবনা আপনাতেই নতুন করে চর্চার অবকাশকে আকাশ করে তোলে।

বাংলা কবিতার ধারায় জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি নানাদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ । এটি একটি শিল্পসুষমান্বিত ব্যতিক্রমী সনেট। জীবনানন্দ দাশ সনেটের প্রচলিত (পেত্রাকীয়, শেক্সপিয়রীয় এবং ফরাসি সনেট) ধারায় তাঁর সনেটগুলি লেখেননি। 'বনলতা সেন' তারই পরিচয়বাহী। কবিতাটি প্রথমে ছয় লাইন করে তিনটি স্তবকে আঠারো লাইনে সমাপ্ত। প্রতিটি লাইনের মাত্রাগত দিক থেকে তার ভিন্নতা স্পষ্ট। কিন্তু এসবের পার্থক্যে নয়, কবিতাটির অনন্যতা তার উপস্থাপনার অভিনবত্বে। ইতিপূর্বে কবিমানসীর পরিচয়ে উনিশ শতকের ধারা বিশ শতকেও বিস্তার লাভ করে। সেখানে প্রেয়সী বনাম শ্রেয়সীর দ্বন্দ্ব বিস্তার লাভ না করলেও কবিমানসীর মানসসুন্দরীর ছকবন্দি ধারণা অস্পষ্টই থেকে গেছে। বিশেষ করে প্রেমই যেখানে মান্যতা লাভের অন্তরায় হয়ে ছিল, সেখানে তা প্রেমিকার কায়ার ছায়া বেশিদূর বিস্তৃত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিমানসীর বিমূর্ত রূপের আদলই সেখানে রোল মডেল হয়ে ওঠে। পরিচয়ের অস্পষ্টতাই সেখানে গোপনচারিণীর রোমাঞ্চ ও আভিজাত্য বয়ে আনে। গোবিন্দচন্দ্র দাস থেকে মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার ভাষ্যে রক্তমাংসের প্রেমিকার কথা শোনা গেলেও কল্লোলীয় বস্তুনিষ্ঠা ও তার শারীরিক ক্ষুধার আড়ম্বরেও তার পরিচয় উঠে আসেনি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতায় জীবনানন্দ দাশ কবিমানসীর সেই রোল মডেলকে থেকেই বেরিয়ে এলেন। সেখানে কবির প্রেমিকার স্পষ্ট পরিচয়ে আধুনিকতার ছায়া কায়ারূপ লাভ করে। তার ইশারা-ইঙ্গিতে বা পরোক্ষে ভাববাচ্যের পরিচয়ের আড়াল আর রইল না। তার নাম, পদবি থেকে ঠিকানা সবই তাতে আধুনিকতার উত্তরণ লক্ষ করা গেল। যেখানে দেবী আর দাসীর পরিচয়ে নারীর পদবিই উপেক্ষিত, সেখানে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমিকার পরিচয় সংগুপ্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। মহিলা কবিদের ক্ষেত্রেই যেখানে দেবী আর দাসীর পরিচয় সমুজ্জ্বল, সেখানে কবিমানসীর অদৃশ্য অস্তিত্ব কল্পনাসুন্দরীই মনে হয়। সেক্ষেত্রে 'বনলতা সেন'-এ নাম-পদবি থেকে তার ঠিকানার হদিশ দিয়ে জীবনানন্দ দাশ আড়ালহীন কবিমানসীর পরিচয়কে অভিনব ভাবে প্রকাশ করেন, 'নাটোরের বনলতা সেন'। এই উত্তরণ কবির সচেতন কাব্যিক প্রকাশ যা তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও প্রতীয়মান। আবার তাঁর এই কবিমানসীর স্পষ্টতাবোধেই সময়ান্তরে বিতর্কের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে। কল্পনাকে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করানোর অভিমুখকে ক্রমশ রক্তমাংসের সজীবতার মুখকে আড়ালহীন ভাবে নিবিড় করে তুলেছে। সেখানে বনলতা সেনের হদিশ মেলানোর কৌতূহল যেমন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনই কবির সঙ্গে বনলতা সেনের সম্পর্ক নিয়েও নানা রকমের চর্চার অবকাশ তৈরি হয়েছে। অথচ জীবনানন্দ দাশের জীবিতকালে তা নিয়ে অস্বস্তিকর আবহ লক্ষ করা যায়নি। কবিতার আবেদনই সেখানে ক্রমশ জনপ্রিয়তা বিস্তার করে চলে। অন্যদিকে 'বনলতা সেন'-এর বিপুল খ্যাতির আলোয় তার অন্তরালের আকর্ষণে 'বনলতা'র পরিচয়কে রহস্য সঞ্চার করে। সেই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে নানা মুনির নানা মত যেমন বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়, তেমনই আবিষ্কারের অভিনবত্বে ও প্রমাণের আভিজাত্যে অস্বস্তিকর যোগসূত্রও প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরে দীর্ঘদিন বনলতা সেনের পরিচয় নিয়ে সেভাবে কোনো চর্চা লক্ষ করা যায়নি। কবিকে নতুন করে চর্চার পরিসরেও বনলতাকে নিয়ে সেভাবে কেউ আলোকপাত করেননি। সেদিক থেকে জীবনানন্দকে নতুন করে আবিষ্কার মতোই তাঁর বনলতা সেনকে আবিষ্কারের প্রয়াস একুশ শতকে শুরু হয়। সেই বিতর্কের পূর্বে কবিতাটির অভিনবত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরি।

বনলতার রূপমাধুরীর আদলটি জীবনানন্দ দাশের সহজাত কবিসত্তার প্রকাশ। তাঁর কাব্যজীবনের সূচনার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান। 'ঝরা পালক'(১৯২৭) কাব্যের 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতাটির নায়িকার রূপাবয়বে সেই আদল লক্ষণীয় । কবির ভাষায় 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল —/ডালিমফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মতো লাল যার গলা, / চুল তার শাওনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন, / তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে — স্বপ্নে--- কতদিন ।' কবিতাটির সঙ্গে 'বনলতা সেন'-এর চিত্রকল্প না মিললেও দুটির মধ্যে রূপাবয়বগত সাদৃশ্য আপনাতেই ভেসে ওঠে । অন্যদিকে 'বনলতা সেন' কাব্যটি প্রকাশের পরের বছরেই অর্থাৎ ১৯৪৩-এ স্বতন্ত্র আলোচনা করে তার কবিতাটির আঙ্গিকগত সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বুদ্ধদেব বসু । প্রথম সংস্করণের এগারোটি কবিতাই বুদ্ধদেব বসুর মতে 'জীবনানন্দীয় প্রতিভায় দীপ্যমান'। সেখানে 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে 'নিখুঁত গীতিকবিতা' বলে অভিহিত করে 'সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে অল্পই আছে বলে' তাঁর স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত হয়েছে । সেখানে 'উপমাই কবিত্ব'-এ বিশ্বাসী কবির কবিতায় উপমা ব্যবহারের 'ছড়াছড়ি'তে বুদ্ধদেব বসুর সমকালে অচল মনে হলেও জীবনানন্দের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলেছেন। তাঁর ভাষায় ('জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেন') 'তাঁর উপমা উজ্জ্বল জটিল ও দুরহগন্ধবহ। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হতে পারতো। তিনি যে জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না-হ'য়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য।' আবার এই উপমা প্রয়োগের অভিনবত্বই জীবনানন্দের কবিতার বিতর্কের পরিসরকে সক্রিয় করে তুলেছে । সেখানে বনলতা সেনের রহস্যময় পরিচয় থেকে কবির সঙ্গে তার সম্পর্কের বুনিয়াদি চেতনা বহুদূর ও বহুভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। জীবনানন্দের জীবিতকালেই 'বনলতা সেন' কবিতাটি শুধু প্রভাব বিস্তার করেনি, কবির সিগনেচার কবিতা হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে আবার কবিতাটির অভিনব প্রকাশভঙ্গি কবিকেই শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার আধার হয়ে ওঠে। জীবনাদাশের প্রাকজন্মশতবর্ষে 'দেশ'-এর 'জীবনানন্দ ২' সংখ্যায় (২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) অশোক মিত্রের 'তার কাব্যে আমি আশ্রয় খুঁজি' নিবন্ধে অরুণকুমার সরকারের একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যা 'বনলতা সেন' কবিতাটি নিয়ে লেখা প্রথম বিতর্কিত রচনা হিসাবে গণ্য করা যায় । ১৯৪৬/১৯৪৭-এ লেখা কবিতাটি অশোক মিত্রের কথানুযায়ী 'জীবনানন্দকে উৎসর্গ করে' লেখা। জীবনানন্দের ভাষা-ভঙ্গিতেই কবিতাটি লেখা হয়েছে 'একটি মেয়েলি ছেলে নাবালক ছাগলের মতো / চঞ্চল, অধীর, ট্রামের জানালা থেকে হেরিলামতারে ; / তাহার উড্ডীন দেহ ভায়োলেট রঙের সেমিজে/ আহা কী বা মানায়েছে। ষাঁড়ের ভাগাড়ে / বিপন্ন বাছুর যেন অপরাহ্ণে ঘাস খুঁজে ফেরে। / কৃষ্ণচূড়ার গাছ লেনিনের পরমাত্মীয় ?/চাইনি, পেয়েছি তবু পৈত্রিক ঋণ, কতিপয় হাড় আর লবেজান এ হৃদয় প্রিয়। / আমাদের স্বপ্ন জানি হবে দানাদার, / দানাদার হয়ে যাবে পুরুষানুক্রমে অথবা নিশ্চিহ্ন হবে রুগ্ন পাণ্ডুলিপি/ নিমগ্ন ইঁদুরের নির্ভুল বিক্রমে,/ নাবালক ছাগলের প্রগলভতা সহা যায় জানি/ গ্যাংটক আর গাংচিলের প্রহার / মনোহরপুকুরের মনোরমা মুখুজ্যের মুখ / জীবনে আনন্দ যদি এনে দেয় দু'দণ্ডের তরে।' অরুণকুমার সরকারের কবিতটি 'জীবনানন্দকে নিয়ে মস্করা করেছেন' মনে করলে 'মস্ত ভুল করবেন' বলে অশোক মিত্রের অভিমত । অন্যদিকে এই অশোক মিত্রই 'বনলতা সেন' কবিতাটির পচাত্তর পছর অতিক্রান্ত উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায়(২০১০-এর ২১ ডিসেম্বর) তাঁর নিবন্ধের শিরোনামে সরাসরি জানিয়েছেন, 'রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন বনলতা সেন'। স্বাভাবিক ভাবেই তা বিতর্কে ইন্ধন জোগায় ।

আসলে 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে বনলতার নাম-পদবি থেকে ঠিকানার স্পষ্টতার মধ্যে আধুনিকতার সুবাস যেমন ছড়িয়েছে, তেমনই কবিমানসী হিসাবে তার অস্তিত্বের রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্পষ্টতার আভিজাত্যে তার প্রকাশভঙ্গিতে যে আধুনিকতা উৎকর্ষমুখর হয়ে উঠেছে, তাতেই তার মানবিক অস্তিত্ব আবিষ্কারের মোহ সঞ্চার করেছে। অবশ্য তাতে যেভাবে বনলতা সেন সম্পর্কে সুলুকসন্ধানের মাধ্যমে তার পরিচয় উঠে এসেছে, তা থেকে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয়। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' সনেট কবিতাটি শিল্পসুষমান্বিত অভিনব প্রকাশ । অন্যদিকে তাঁর কাব্যে বনলতা সেনের মতো অসংখ্য নায়িকার নামও উঠে এসে এসেছে। শেফালিকা বোস('হরিণেরা','বনলতা সেন), অরুণিমা সান্যাল('বুনো হাঁস', 'বনলতা সেন'), মৃণালিণী ঘোষাল('শব', 'মহাপৃথিবী'), সরোজিনী ('সপ্তক', সাতটি তারার তিমির') অমিতা সেন প্রভৃতির নাম বর্তমান। অন্যদিকে ১৯৫২-তে 'বনলতা সেন'-এর সংযোজন সংস্করণেই রয়েছে অনেকের নাম। যেমন, 'সুদর্শনা', 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা' প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে বনলতা সেনের জনপ্রিয়তার ধারেকাছে কেউ নেই । সমগ্র কবিতাটিই তার নামে আবর্তিত। 'মোনালিসা'র মতোই তার রহস্যমুখর রোমাঞ্চকর আকর্ষণ আধুনিক বাংলা কবিতায় অপূর্ব ভাব সঞ্চার করে চলেছে। সেক্ষেত্রে বনলতা সেনের রহস্যোন্মোচন করার প্রবণতা সময়ান্তরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে কবির অসাধারণ কবিমানসীকে সাধারণের মধ্যে খুঁজে দেখার বাতিক অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাকে সুনির্দিষ্ট করে তোলাটাতেই বিপত্তি রয়েছে । সেদিক থেকে রাজশাহি জেলে বন্দিনী বনলতা সেনের সঙ্গে কবিতার বনলতা সেনের বাস্তবের সংযোগ রচনার প্রয়াস আপনাতেই বিতর্কের রসদ হয়ে ওঠে। অশোক মিত্রও জীবনানন্দের কাছে তাঁর প্রত্যাশিত সদুত্তর পাননি, তা সম্ভবও নয়। সেখানে জেলবন্দিনী বনলতা সেনের পরিচয় বেরিয়ে এলেও তাঁর সঙ্গে কবিতার বনলতা সেন-কে মেলানো দুরূহ। অন্যদিকে ছায়াকে কায়া ভাবলেও তার আত্মার যোগ মেলানো দায়। সেদিক থেকে বনলতা সেনের ব্যক্তিগত পরিচয়ের আধারে কবিতাটিকে মেলানোর প্রয়াস অচিরেই অসফল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অশোক মিত্রের বনলতার সেনের সঙ্গে আরও এক বনলতার নাম জানা যায়। তিনি সেন নন, দাশগুপ্ত । দুজনেরই ১৯১৫-তে জন্ম।

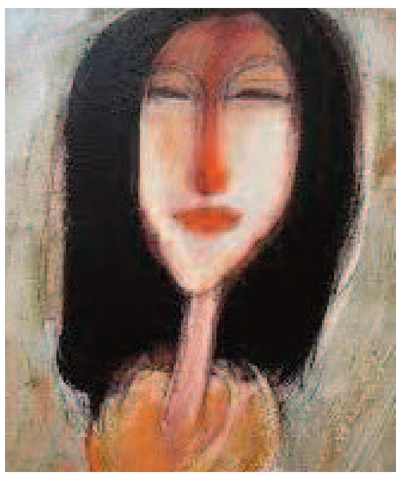

প্রথমজন দীর্ঘজীবী ছিলেন (মৃত্যু ১৯৮৮), অন্যজন খুব অল্পবয়সেই(মৃত্যু ১৯৩৬) দেহত্যাগ করেন । অনুমান করা হয়, ১৯৩২/৩৩-এর দিকে জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনের অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের কথা শুনেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বনলতা সেন' কবিতাটি ১৯৩৪-এ লেখা। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতে পারে কোন বনলতার কথা শুনেছিলেন কবি। জীবনানন্দ গবেষক গৌতম মিত্র আবার দ্বিতীয়জন তথা বনলতা দাশগুপ্তের কথা বলেছেন। অর্থাৎ বনলতার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বিতর্ক বর্তমান।

অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত জীবনে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ। 'বিভাব'-এর জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা'য়(১৯৯৮-৯৯) তাঁর 'জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি বা Literary Notes জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৩১' নিবন্ধে বছরখানেকের দাম্পত্যজীবনে অসুখী জীবনানন্দের অস্থির মানসিকতার কথায় সেই মেয়েটির কথা উঠে এসেছে '...তাঁর কোনো এক অনেক কাল আগের পরিচিত গ্রাম্য কিশোরীর কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে এবং একটু উন্মনা হয়ে পড়েছেন তিনি ; হঠাৎ মনে হচ্ছে তাঁর বিবাহিত না হলেই ভালো হত । 'আমার,' বলে যে-মহিলাকে তিনি বিশেষিত করেছেন, যিনি অনেক বছর ধ'রে তাঁর নিদ্রাজাগরণ মথিত ক'রে রেখেছেন, তিনিও স্বেচ্ছায় তাঁর প্রাসঙ্গিকতা থেকে স'রে যাচ্ছেন...।' সেই 'মহিলা' জীবনানন্দেরই কাকা অতুলানন্দ দাশের সেজো মেয়ে বুলুর বান্ধবী। বুলুর আসল নাম কমলা দাশগুপ্ত। পরে অবশ্য -এর পরিচয় বদলে যায়। ২০০৯-এ জীবনানন্দ দাশের সেই Literary Notes স্বতন্ত্রভাবে ভূমেন্দ্র গুহের সম্পাদনায় 'প্রতিক্ষণ' থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় । তাঁর সহযোগী সম্পাদক গৌতম মিত্র। সেখানে বুলুর বান্ধবী নয়, তাঁর দিদি অর্থাৎ অতুলানন্দের মেঝো মেয়ে শোভনা। অতুলানন্দ সপরিবারে শিলং-গৌহাটিতে থাকতেন। সেখানেই শোভনার জন্ম ১৯১৩-র ৩ আগস্ট, ডিব্রুগড়ে। জীবনানন্দ বিয়ের আগে ডিব্রুগড়ে গিয়ে শোভনার সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, কবিতাও লিখেছেন, আবার দরজা বন্ধ করে একা শোভনাকে কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। সেটা বিশের দশকের মাঝামাঝি। জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক'(১৯২৭) নাম না দিয়ে 'কল্যাণীয়াসু' বলে যাকে উৎসর্গ করেছেন, সে আসলে শোভনা বলেই মনে করা হয়। 'ঝরা পালক'-এর অনেক কবিতাই ডিব্রুগড়ে লেখা। অন্যদিকে তারও আগে অর্থাৎ বিশের দশকে বরিশালে দুজনের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়েছেন ভূমেন্দ্র গুহ। তাঁদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । জীবনানন্দের কাছে শোভনা ছিল 'বেবী', তাঁর কাছে জীবনানন্দ হয়েছিলেন 'মিলুদা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জীবনানন্দের ডাকনাম ছিল মিলু । একদিকে তীব্র বেকারত্বে নিরাশ্রয়তার অস্থিরতাবোধ, অন্যদিকে নিসঙ্গতায় মনের রিক্ত চেতনা, সবই যে 'মিলুদা'কে 'বেবী'র আশ্রয়ে আন্তরিক করে তুলেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ জীবনানন্দ কাঠ বেকার। ১৯৩০-এর ৯ মে লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে জীবনানন্দের বিয়ে হয়। সেই দাম্পত্য জীবনেও অসফল জীবনানন্দ। শূন্যতার পূর্ণতাবোধে সময়ের খরায় তৃষ্ণার্ত হয়ে তাঁর শোভনার সান্নিধ্যে নিজেকে খুঁজে চলার প্রয়াস ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে জীবনানন্দের বিয়ের পর স্বাভাবিক ভাবেই দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। সেখানে শোভনা সচেতনভাবে জীবনানন্দকে এড়িয়ে চলেছেন, সাড়া না দিয়ে দূরত্ব তৈরি করেছেন। অথচ জীবনানন্দ তাঁকে ছিঠি লিখেছেন ঘনঘন, সাড়া না পেয়ে মনের কষ্ট গোপন করেননি, দুঃখ প্রকাশ করেছেন অবিরত। সবই জীবনানন্দের Literary Notes তথা দিনলিপিতে লেখা রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই শোভনার সঙ্গে জীবনানন্দের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে তাঁর প্রতি তাঁর সুগভীর দুর্বলতা 'বনলতা সেন'-এর সঙ্গেও জুড়ে যায়। বিশেষ করে জীবনানন্দের মনে শোভনার অবিচ্ছিন্ন একাত্মতাবোধই পাঠকমনকে আচ্ছন্ন করতে পারে । এজন্য বিষয়টি অচিরেই উপন্যাসের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে । শাহাদাজ্জুমানের 'একজন কমলালেবু' (২০১৭) উপন্যাসটিতে তার পরিচয়ই প্রকট হয়ে উঠেছে । নিজের বিয়ের আসরেও জীবনানন্দের দৃষ্টি পড়ে ছিল শোভনার দিকে, তাঁকে কাছছাড়া করতে চাননি তিনি কোনোভাবেই।

অন্যদিকে জীবনানন্দ তাঁর খাতায় -এর প্রতি দুর্বলতা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথমে ১৯৩০-এর আগে BABY-BY থেকে পরে ১৯৩১ থেকে শুধু লিখেছেন। গল্পেরও পরিকল্পনা করেছিলেন জীবনানন্দ। শচী'কে নিয়ে একটি গল্পও লিখেছেন তিনি । সেই 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এর নায়িকা গ্রামবাংলাকে আপন করে বেড়ে ওঠা শচী কলকাতায় এসে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সফল হলেও নিঃসন্তান একাকী সেই হারানো দিনের মতো । অন্যদিকে গল্পের নায়ক সোমেন শচীর পাশাপাশি গ্রামবাংলায় বেড়ে উঠেছে, কবিতা লেখে, বেকার ও বিয়ে করেনি। বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই মনে করে সে । এখন সেও কলকাতায় থাকে। জীবনানন্দ দুজনকেই নিঃসঙ্গ করে রেখেছেন । শচী সেখানে গ্রামবাংলায় ফিরে যেতে চাইলেও সময় অনেকটাই গড়িয়ে যাওয়ায় ইচ্ছে থাকলেও সোমেন তাতে রাজি হয়নি । সেক্ষেত্রে কলকাতার বিচ্ছিন্ন নির্বাসনই শচী-সোমেনের নিয়তি হয়ে ওঠে । অন্যদিকে ভূমেন্দ্র গুহ জীবনানন্দ দাশের 'শচী' নামে একটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের কথা বলেছেন। আসলে প্রাণের টান বড় টান, তাকে এড়িয়ে চলা যায় না। জীবনানন্দের দাশের ভাষায়, 'আমি তারে পারি না এড়াতে' । সেই সম্পর্ককে গোপন করা যায়, অস্বীকার করা যায় না । তার আত্মিক যোগ নানাভাবে নানা রূপে প্রকাশের আলো খুঁজে নেয় । সেদিক থেকে জীবনানন্দ দাশের সৃজনবিশ্বে স্বাভাবিকভাবেই শোভনার অস্তিত্ব একাত্ম হয়ে পড়ে। অবশ্য শিল্পের মিথস্ক্রিয়ায় বা শিল্পীমনের অদৃশ্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সংযোজন,বিয়োজন ও পরিবর্ধন এবং পরিশেষে সংশোধনের মাধ্যমে গড়ে তোলা রূপের মধ্যে ছায়ার কায়া মেলানো দুরূহ । বিশেষ করে স্রষ্টা যদি সে বিষয়ে নীরব থাকেন, তাহলে জোর দিয়ে বলাটাও অসমীচীন । জীবনানন্দ দাশ তাঁর খাতা তথা দিনলিপিতে সংকেতে বা ঈঙ্গিতে-ভঙ্গিতে, অথবা মনের খেদ-দুঃখ-হতাশা-অভিমানের রেশ ধরে সময়ের অনুবাদকে তুলে ধরেছেন, তা দিয়ে তাঁর মনকে বোঝা যায় বা পড়া যায় ঠিকই। কিন্তু তাতে তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যকে সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তা শুধু অদৃশ্যই নয়, অভিনব রূপান্তর । অন্যদিকে 'বনলতা সেন' কবিতার সঙ্গে জেলের বন্দিনী দুজন বনলতার চেয়ে শোভনার সংযোগ আরও নিবিড়, আরও গভীর। শুধু তাই নয়, বনলতা নামটির বাস্তবতার যুক্তিও সেখানে অসাড় হয়ে পড়ে। ১৯৩৪-এ 'বনলতা সেন' লেখার আগেই ১৯৩৩-এর আগস্টে লেখা জীবনানন্দ দাশের 'কারুবাসনা' উপন্যাসের (১৯৮৬-তে প্রকাশিত) নায়কের প্রতিবেশিনী ও কৈশোরকালের প্রথম প্রেম তথা গ্রামবাংলার মেয়ে বনলতার আবির্ভাব ঘটে । সেক্ষেত্রে অপরাজেয় ব্যক্তিত্বময়ী বলেই রাজবন্দিনী বনলতার প্রতি কবির অন্তর্দৃষ্টিতে 'বনলতা সেন' সৃষ্টি হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। কবিতার ভাববিগ্রহের মধ্যে যেভাবে নাটোরের বনলতা সেনের মূর্তি গড়ে ওঠে, তার মধ্যে শুধু ব্যক্তিত্বের আলোই উঠে আসেনি, চারিত্রিক কলঙ্কও প্রকট হয়ে উঠেছে। আর তা হয়েছে অশোক মিত্রের নিবন্ধটি প্রকাশের অনেক আগে। ওপার বাংলার অর্থনীতিবিদ তথা লেখক আকবর আলি খান তাঁর 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' (২০০০) বইয়ের 'লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি' প্রবন্ধে 'নাটোরের বনলতা সেন'কে রূপজীবী বারাঙ্গনা বলে চিহ্নিত করেছেন । সেখানে অমর্ত্য সেনের বিশ্বে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার 'নিরুদ্দিষ্ট নারী' (missing woman)দের পরিচয়সূত্রে লেখকের সমাজে প্রান্তিক নারীদের উন্নয়নের আলোচনার সূচনায় জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের কথা প্রকট হয়ে ওঠে । ১৯৬৮/৬৯ নাগাদ সরকারি কাজে নাটোরে গিয়ে দিন পনেরো থাকার অভিজ্ঞতায় তাঁর ধারণা যে পোক্ত হয়েছে, সেকথাও জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে উত্তর বঙ্গের নাটোরের রূপজীবীদের নামডাক থেকে 'দু-দণ্ড শান্তি', 'নিশীথের অন্ধকারে', 'দূর অন্ধকারে', 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রভৃতির মাধ্যমে আকবর আলি খান বনলতাকে বারবণিতা বলে সুনিশ্চিত হন। সেখানে বনলতা সেন-রা 'নিরুদ্দিষ্ট নারী'দের চেয়ে উঁচু স্তরের বলে অভিহিত করেন তিনি। 'সেন' পদবিতে 'ভদ্রবংশ'-এর ইঙ্গিতেও বনলতার নামের মধ্যে আত্মগোপনের প্রয়াস মনে হয়েছে তাঁর। সেক্ষেত্রে কবিতাটি সম্পর্কে আকবর আলি খানের প্রশংসাতেও বনলতার চরিত্রের কলঙ্ক আরও দগদগে হয়ে ওঠে, 'আমার জানা মতে নিষিদ্ধ প্রেমের আনন্দ ও বেদনা এত সুন্দরভাবে আর কোনো কবি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।' স্বাভাবিক ভাবেই 'বনলতা সেন'-এর এরূপ মূল্যায়নে বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়।

জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি তাঁর অসামান্য সৃষ্টিই শুধু নয়, বহুমাত্রিক পরিচয়ের অনন্য স্মারক। এজন্য কবিতাটির একক বিষয় হিসাবেই স্বতন্ত্র বই হয়ে ওঠাটা ছিল সময়ের অপেক্ষা। ওপার বাংলার বিশিষ্ট জীবনানন্দ গবেষক তথা লেখক আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' বইটিই ছিল আকবর আলি খানের আকরগ্রন্থ । সেটি কবির সমাসন্ন জন্মশতবর্ষের (১৯৯৯) আগেই ১৯৯৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে আকবর আলি খানের বনলতা সেনের কলঙ্কিত মূর্তিটিকে অচিরেই অস্বীকার করে তীব্র সমালোচনা করেন সেদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক মোঃ আবু তাহের মজুমদার তাঁর 'জীবনানন্দ' (২০০২) বইটিতে । আকবর আলি খানের গবেষণাকে বিরক্তিকর, স্থূল রুচির, দূরাঅন্বয়ী এবং নান্দনিক ধারণারহিত বলে অভিমত প্রকাশ করে আবু তাহের মজুমদার বারোটি পয়েন্টে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন তাঁর 'বনলতা সেন' নিবন্ধে। তাঁর মতে, বনলতা বরিশালের ভদ্রঘরের মেয়ে, জীবনানন্দের প্রতিবেশেনী। 'কারুবাসনা'র বনলতাকে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি । এদিকে তার পরের বছর (২০০৩) অশোক মিত্রের আত্মজীবনী 'আপিলা চাপিলা' প্রকাশিত হয় এবং তাতে বনলতার পরিচয় নিয়ে ভিন্নতর ইঙ্গিত প্রদান করেন । সেদিক থেকে তখনও বনলতা সেনকে নিয়ে সেভাবে শোরগোল পড়েনি । ২০০৯-এ জীবনানন্দ দাশের ডায়েরি প্রকাশের পরেও বনলতা সেনকে নিয়ে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। সেক্ষেত্রে ২০১০-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় অশোক মিত্রের 'রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন এক বনলতা সেন' নিবন্ধটি জনমানসে নতুন করে সাড়া ফেলে দেয় । এজন্য দেখা যায়, তার পরের বছরেই আকবর আলি খান আবু তাহের মজুমদারের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর 'অন্ধকারের উৎস হতে'(২০১১) বইয়ের সূচনায় 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো নতুন আলোকে বনলতা সেন' নিবন্ধটি তার পরিচয়বাহী । সেখানে আকবর আলি খান স্বমত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হলেও নতুন কোনো আলোর দিশা দেখাতে পারেননি । কবিতাটির বিষয়বস্তুর সংযোগসূত্রে আগের তথ্য ও যুক্তির জাল আরও বিস্তার করলেও বনলতার পরিচয় নিয়ে তাঁর আগের ধারণাতেই ফিরে গিয়েছেন । সেখানে আবু তাহের মজুমদার ছাড়া অন্যদের অভিমতকেও খণ্ডন করায় সক্রিয় হয়েছেন। আবার তাতেও আকবর আলি খান নিরস্ত হননি । নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করায় তারপরও তাঁকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। এবার 'বনলতা সেন' কাব্যটি নিয়েই তিনি স্বতন্ত্র একটি বই প্রকাশ করেন । তাঁর সেই বইটি 'চাবিকাঠির খোঁজে নতুন আলোকে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'' ২০১৪-তে প্রকাশিত হয়। কাব্যের অন্য কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করলেও তাঁর মূল লক্ষ্য যে 'বনলতা সেন' কবিতাটি, তা তার সুদীর্ঘ আলোচনাতেই প্রতীয়মান । সেখানে আগের বনলতার গণিকা পরিচয়কে আরও নিবিড় ভাবে তুলে ধরে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করায় সচেষ্ট হয়েছেন ।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদে 'Banalata Sen of Natore' করেছেন। এজন্য আকবর আলি খান বনলতা সেনের পরিচয়ে নাটোরকে প্রাধান্য দিয়েছেন । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে গণিকাবৃত্তির প্রসিদ্ধ অঞ্চলে বনলতা সেনের বারাঙ্গনার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর এই অনুমান স্বীকৃতি তো পায়নি, উল্টে তীব্র সমালোচিত হয়ে চলেছে । অন্যদিকে সমালোচক 'বনলতা সেন' কবিতাটির সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসের সংযোগের আধারে যেভাবে অন্ত্যজ অন্ধকারের পরিচয়কে নিবিড় করে কবির সঙ্গে বনলতার সম্পর্ককে স্বরচিত কল্পনায় গড়ে তুলেছেন, তা শুধু বিস্ময়কর নয়, অপব্যাখ্যার সামিল । বিশেষ করে পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে যেভাবে সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার ও অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর প্রভৃতির মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার বিস্তারে (কেননা মালয় সাগরের পরিচয় মেলে না। মালাবার উপকূল বা মালদ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রাংশও হতে পারে।) যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস উঠে আসে, তার মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের যোগসূত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বনলতার রূপায়বেও এসেছে বিদিশা ও শ্রাবস্তীর প্রাচীন নগরীর কথা। সেদিক থেকে আকবর আলি খান যেভাবে ইতিহাসের অন্ধকারের আলোতে বহু পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হতাশাগ্রস্ত কবিকে নাটোরের বনলতার সেনের নিষিদ্ধ প্রেমের আশ্রয়ে খুঁজে পেয়েছেন, তা যেমন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার অবতারণা হয়ে ওঠে, তেমনই তাতে যুক্তির চেয়ে অনুমানই প্রাধান্য লাভ করে । আসলে কবিতার চাবিও, কাঠিও নেই । কবিতা নিজেই চাবি, নিজেই কাঠি । কবিতা তো মানুষের মনের তালা খোলে। পাঠকমনের তালা খোলাতেই তার সৌরভ আর গৌরব। কবিতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও সংবেদনশীল চেতনার চাবিই মনের দরজা খুলে দেয়। অন্যদিকে কবিতার জিয়নকাঠির মাধ্যমেই পাঠকমনে প্রাণের পরশ ছড়িয়ে পড়ে । সেখানে সেই কবিতাকেই তালা করে আকবর আলি খান নতুন আলোকে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'কে চেনাতে গিয়ে কবিতাটির শবব্যবচ্ছেদ করে তার প্রাণের হদিশে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন । মানসিক অন্ধকারের অভাবমোচনে যেভাবে বনলতা সেনের কাছে ক্ষণিকের শান্তি লাভের কথা বলা হয়েছে, তাতে নিষিদ্ধ প্রেমকে রিক্ত দাম্পত্যপ্রেমের বিপ্রতীপে স্পষ্ট করা গেলেও তার স্বরূপ উন্মোচিত হয় না । রহস্যময়ী বনলতার সান্নিধ্যে কবির শান্তির আশ্রয়কে গণিকার সঙ্গে কবির সম্পর্কের মতো কুৎসিত ও ঘৃণ্য চিত্রকল্পের অবতারণার মধ্যেই মনের বিকৃত রূপচিত্রই ভেসে ওঠে । মানসিক অন্ধকারের মতো সে তো মানসিক আশ্রয়ও হতে পারে । আর সেটাই বাস্তব। সেখানে কবির নাটোরে যাওয়ার প্রমাণ নেই বা বনলতা সেন নামেই বাস্তবের নারী কবিকল্পনায় 'বনলতা সেন' হয়ে উঠেছে, এরকম ভাবনাটাই অমূলক । এটি কবিতা । তাতে উত্তম পুরুষে ব্যক্ত 'আমি'ই যে কবি, সেকথাও সুনিশ্চিত করে বলা যায় না।

শিল্পরূপের ক্ষেত্রে যেখানে আত্মগোপনই শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেখানে নিজেকে মেলে ধরার স্পষ্টতার মধ্যেও থাকে নিজেকে আড়ালের সক্রিয় উদ্যোগ । জীবনানন্দ দাশের কৃতিত্ব তো প্রকাশের স্পষ্টতার মধ্যেও নিজেকে আচ্ছন্ন রাখায় । সেক্ষেত্রে সভ্যতাগর্বী মানুষের অভ্যাসের জীবনে নিজের শান্তির আশ্রয় খুঁজে চলা জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যে আশার আলো জেগে থাকে । সেই চলমান 'হাজার বছর ধ'রে' অনন্ত পথচলা জীবনের কথা জীবনানন্দ আশ্চর্য দ্যোতনায় এর আগের কবিতাতেও ব্যক্ত করেছেন । 'বনলতা সেন'-এর আগে 'পথ হাঁটা' কবিতাতেও বর্তমান । কবিতাটির শেষ দুলাইন 'উড়ে গেছে; বেবিলনে একা-একা এমনি হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন; আজো আমি জানিনাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।' স্বাভাবিক ভাবেই সেই চলার কথাই 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে অভিনব গরিমা লাভ করেছে । সময় তার প্রবাহে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে অবিরত, পুরনো ঐতিহ্যকে অন্ধকারের আভিজাত্য রেখে ছুটে চলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে । সেখানে মানুষের জীবনে অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর দিকে নিজের আশ্রয়ের হাতছানি তাকে প্রতিকূল বাস্তব জগতের বিপ্রতীপে অনুকূল মনের জগৎ রচনায় সক্রিয় করে তোলে অবিরত । প্রেয়সীকেই আন্তরিক আভিজাত্যে শ্রেয়সী মনে হয়। সেখানে ব্যক্তিগত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কবির অসুখী দাম্পত্যের জীবনের ছায়া তাঁর উপন্যাস (১৯৩২-এ 'প্রেতিনীর রূপকথা' ও ১৯৩৩-এ 'কারুবাসনা' এবং পরে ১৯৪৮-এ লেখা 'মাল্যবান', 'জলপাইহাটি', 'সুতীর্থ' তিনটি উপন্যাসে) ও গল্পেও নানাভাবে উঠে এসেছে । শুধু তাই নয়, কবি তাঁর ডায়েরিতেও সংকেতে-ইঙ্গিতে, ভাবে-ইশারায় লিখে রেখেছেন । সেক্ষেত্রে কবির জীবনের ছায়া তাঁর শিল্পরূপের কায়ায় উঠে আসাটাই স্বাভাবিক । কিন্তু তাকে সুনিশ্চিত হয়ে বলাটা একেবারেই অসমীচীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৪-এর আগে জীবনানন্দ দাশের আরও তিনজন নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা জানা যায় । কার কতটুকুর প্রভাব বা ছায়া কীভাবে জীবনানন্দের সৃষ্টিতে মিশে আছে, তা সুনিশ্চিত ভাবে বলাটাই কবিতার বিরুদ্ধাচরণ। অন্যদিকে মোহ আর মায়াময় জীবনে সময়ান্তরে মোহ কেটে গেলেও মায়া থেকে যায় আজীবন। সেই মায়ার ছায়াই জারিত হতে থাকে অবিরত। সেখানে অবচেতন মনের সচেতন শিল্পরূপে স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তবের ঘরের চেয়ে মনের ঘরটি প্রাধান্য লাভ করে । এজন্য দিনের শেষে অভ্যাসের জীবনে সন্ধ্যা আসে, চিল রোদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে, অন্ধকার যাপনের আয়োজন চলে, সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদীও ; জীবনের লেনদেনও ফুরিয়ে যায় । অভ্যাসের জীবন থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে সেই মনের ঘরে মায়াবী বনলতা সেনের আলোয় নিজেকে খোঁজার আবসর আন্তরিক হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছায়ায় তাঁর কবিতাটির কায়া মেলানো সহজতার মধ্যেও কবির জিয়নকাঠিটির অপরাজেয় প্রাণশক্তির পরিচয়ই নিবিড় হয়ে ওঠে । এককে জন এককে ভাবে তাঁর বনলতার সঙ্গে কবির সম্পর্ক খুঁজে পায়, বনলতার বিচিত্র প্রকৃতির ছায়া খুঁজে নেয় । নামের সাদৃশ্যে কেউ নাটোরের ম্যানেজার ভুবন সেনে বোন বনলতা সেন-এর কথা বলেন, কেউ আবার সেই বোনকে বিধবা বোন বানিয়ে নেন । 'দেশ'-এর 'জীবনানন্দ ২' সংখ্যায় (২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে ('পুরুষের জন্য, পুরুষেরই সৃষ্টি') 'বাংলার এক অধ্যাপিকা'র মধ্যেও বনলতা সেনের পরিচয়ের কথা জানা যায় । তাঁর 'মালদা-র কোনো কলেজে' কাজ করার কথাও উঠে আসে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদার প্রথম কলেজ মালদা কলেজ ১৯৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত । তাহলে 'বনলতা সেন' তার অনেক আগেই প্রকাশিত ।

অন্যদিকে বনলতা সেন রসিকমনে রহস্যময়ী অপরূপা। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ (ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৭) বনলতা সেনের রূপায়বে এডগার এলান পো'র 'হেলেনের প্রতি' কবিতাটির মিল খুঁজে পেয়েছেন । হেলেনের 'The hyacinth heir–thy classic face'-এ বনলতার চুল ও মুখের ছবি ভেসে ওঠে । শুধু তাই নয়, বিদিশা ও শ্রাবস্তীর মধ্যেও ক্লাসিক চেতনা জাগরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমালোচক। পোও তাঁর কবিতাটিতে গ্রীস ও রোমের স্মৃতি জাগিয়েছেন 'To the glory that was Greece æ And the grandeur that was Rome'। সেক্ষেত্রে বিদিশা বা শ্রাবস্তীর মধ্যে রূপজীবীদের কথাই প্রাধান্য দেওয়া অসমীচীন । তার অধরা রূপমাধুরীর সৌরভই বনলতার আভিজাত্য ও গৌরব। তাঁর স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহলোদ্দীক । এজন্য বনলতার পরিচয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি শিল্পীদের তুলিতেও তাঁর অসাধারণ রূপশ্রীকে তুলের ধরার প্রয়াস বিদ্যমান। 'দেশ'-এর সংখ্যাটিতেও গণেশ পাইন, যোগেন চৌধুরী, বিকাশ ভট্টাচার্য ও অর্পিতা সিংহ চারজন প্রথম সারির শিল্পীর মনের মাধুরীর রঙে রঙিন ছবিও প্রকাশিত হয়েছে । আসলে বনলতা সেনের মানসীপ্রতিমা কবির মতো পাঠককের মনেও রোমাঞ্চকর রহস্যমুখর মায়াবী হাতছানি বয়ে আনে । সেখানে তাঁর অধরা মাধুরীকে নিজের মতো করে দেখার সদিচ্ছা গড়ে ওঠাটাই দস্তুর । বনলতা সেন-এর মানসীপ্রতিমাকে বারবণিতার মূর্তিতে কলুষিত করার প্রয়াস স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যমোদী পাঠকের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই তার যোগসূত্রে নতুন করে চর্চার পরিসর বিস্তৃতি পাওয়াটায় কবিতাটির বনেদি আভিজাত্যকেই অনস্বীকার্য করে তোলে । অন্যদিকে কবিতাটির বহুত্বব্যঞ্জকতা ও বহুমাত্রিকতা এখনও সমান সচল । আবহমান কালের ধারায় 'বনলতা সেন'-এর অস্তিত্ব এখনও চর্চিত হয়ে চলেছে । সম্প্রতি 'সাপ্তাহিক বর্তমান'-এ(৬ জানুয়ারি ২০২৪) নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ীর প্রচ্ছদ নিবন্ধেও('গীতা কি বাস্তব জীবনের পথ নির্দেশক ?') শ্রীকৃষ্ণের 'অনন্ত প্রসারিত' ' বিশ্বাত্মা'র পরিচয়ে উঠে এসেছে, 'আমিও ছিলাম সেখানে, ছিলাম অনাদি সংসারের পিতা-মাতার হৃদয়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে---'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'-র নীচে আরও অব্যবহিত পরের তিন লাইন উদ্ধৃতি। আর সেখানেই কবিতাটির অসাধারণ অপরিসীম ব্যাপ্তি, অর্থের বহুধাবিস্তৃত অসীমতা । জীবনানন্দ দাসের মধ্যে টি এস এলিয়টের ঠ্ঠ (acred Wood' (1919) গ্রন্থের 'Tradition and the individual Talent' প্রবন্ধের-ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । নিরন্তর প্রবহমানতার সঙ্গে অস্থায়ী সময়ের সমন্বয়ের ঐতিহ্য পরম্পরায় 'বনলতা সেন'-এর অবাধ বিস্তার । সেখানে জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'য় পরিষ্কার করে বলেছেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' সেই সমকালের ভাবকে ভাষায় মূর্ত করে মূর্তি থেকে প্রতিমা গড়ে তোলা কবিপ্রতিভাই চিরকালের সম্পদ হয়ে ওঠে । সেখানে অর্থের বহুধাবিস্তৃতিতে বিতর্ক স্বাভাবিকই শুধু নয়, স্বাস্থ্যকরও । আর তাতেই কবিতার গৌরব ও সৌরভ । কিন্তু মনের কালিতে কালিমালিপ্ত করে সেই বিতর্ককে ছড়িয়ে দেওয়া কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয় । বনলতা সেনের কলঙ্কিত মূর্তিটি তাঁর মানসীপ্রতিমাকে স্পর্শ করতে না পারলেও তা অস্বাস্থ্যকর অস্বস্তির পাশাপাশি ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিকে মুখরোচক করে তোলে । কবির কবিতার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনই তার লক্ষ্য হয়ে ওঠায় তা ছিন্নমূল বিচ্ছিন্নতার শিকারে পরিণত হয় । অবশ্য 'বনলতা সেন' যে অচিরেই স্বমহিমায় বিপদমুক্ত হবে, তা তার সূর্যের মতোর চির ভাস্বর প্রকৃতিই বলে দেয় ।